পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ ঃ ১৬ শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং : ১১ই সফর ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা ঃ অন্যান্য দেশ ঃ ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১৬শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সুরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক	১
* হাদীস শরীফ : 'আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৪
* অমৃতবাণী : "রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদা"	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* জুমার খোৎবা : "বয়তুল্লাহ্‌ শরীফ নির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য"	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৮
* বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহুঃ)	মূল : হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) অনুবাদ : শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান	১৩
* প্রসঙ্গ : 'রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর শেষ নবুয়ত'	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৭
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	
* কাদিয়ান ও রাবওয়ায় বিশ্ব-সালানা জলসা		২৪
* নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডঃ আব্দুস সালাম		২৫
* বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের অভিনন্দন		২৬
* খ্রীষ্টান মহলে ইসলাম প্রচার		২৭
* 'প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী'-এর উত্তর	– মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী	২৮

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
৫৭ তম
সালানা জলসা

তারিখ : ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ ইং

রোজ : শুক্র, শনি ও রবিবার

স্থান : ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা

বাংলাদেশ জামাত আহ্‌মদীয়ার ৫৭তম বার্ষিক জলসা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ১৫, ১৬ ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ইং তারিখে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকায় দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

জলসার সর্বিক কামিয়াবীর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া করিবেন। জলসার চাঁদার জন্য প্রত্যেক জামাত ও ব্যক্তি বিশেষের নিকট কেন্দ্রীয় জলসা কমিটির পক্ষ হইতে পত্র দেওয়া হইয়াছে। তদনুযায়ী প্রত্যেক জামাত এবং ভ্রাতা ও ভগ্নী স্ব স্ব ধার্যকৃত চাঁদা সত্বর কেন্দ্রে প্রেরণ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ রহমত ও বরকতের উত্তরাধিকারী হউন। আমীন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১৬শ সংখ্যা

১৫ই পৌষ, ১৩৮৬ বাংলা : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ইং : ৩১শে কাতাহ্ ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা অল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীরের অনুবাদ।)—মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

এখন আমি হাদীসের দ্বিতীয় অংশটুকু লইতেছি যাহা এই, কাফেরগণ প্রথম প্রস্তাবের পর দ্বিতীয় প্রস্তাব এই পেশ করিল যে "এক বৎসর তুমি আমাদের মাবুদদের ইবাদত কর, দ্বিতীয় বৎসর আমারা তোমার মাবুদের ইবাদত করিব"। এই অংশটুকুও নির্দেশ করিতেছে যে কেহ দুইটি বিষয়কে অসঙ্গতভাবে একত্রে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, কারণ যখন একটি প্রস্তাবের পরিবর্তে কোন দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করা হয়, তখন দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অবশ্যই সহজতর হইয়া থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি যখন এই বলে যে "ইহা পসন্দ না হইলে উহা পসন্দ করিতে পার"—এই বাক্যটির অর্থ ইহাই যে প্রথম প্রস্তাবের মধ্যে কোন মুশকিল ও অসুবিধা থাকিলে তুমি দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পার যাহা প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা সহজতর। প্রত্যেক যুক্তিবাদী ও বিচক্ষন ব্যক্তি চিন্তা করিতে পারে যে এস্থলে প্রথম প্রস্তাবে কাফেরগণ কোন কিছু দিতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল, সম্পদ দিতে প্রস্তুত ছিল, কন্যা দিতে প্রস্তুত ছিল, রাজত্ব দিতে প্রস্তুত ছিল, ইহার বিনিময়ে তাহারা চাহিয়াছিল শুধু ইহাই যে আমাদের মা'বুদগুলিকে বকাবকি করিও না। ইহা চাহে নাই যে, তুমি আমাদের মা'বুদদের ইবাদত করিও। কিন্তু দ্বিতীয় প্রস্তাবে, যাহা যুক্তির দিক দিয়া প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা সহজতর হওয়া উচিত, তাহারা দেয় তো কিছুই না বরং এইরূপ বলে যে আমরা তোমার

মা'বুদের ইবাদত করিব; অথচ তাহারা পূর্ব হইতে মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (স্যঃ)-এর মা'বুদ অর্থাৎ আল্লাহ্র ইবাদত করিয়া ও তাঁহার উপর ঈমান রাখিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট তাহারা কামনা করে এমন বস্তুর যাহা প্রথম প্রস্তাব চাইতেও অধিক কঠিনতর; অর্থাৎ তাহারা মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে এই কথা বলে নাই যে আমাদের মা'বুদদিগকে গালাগালি করিও না, বরং তাহারা এই কথা বলে যে আমাদের মা'বুদদের এবাদত কর। বলা বাহুল্য যে তাহাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের উভয় অংশই প্রথম প্রস্তাবের উভয় অংশ অপেক্ষা কঠিনতর। এমতাবস্থায় ইহাকে বিকল্প প্রস্তাব বলা পরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ছাড়া কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যে নবী করীম (সাঃ) প্রথম প্রস্তাবের উত্তর কঠোর ভাবে দিয়াছিলেন এবং উহাকে এরূপ ঐতিহাসিক কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে "যদি তোমরা সূর্যকে আনিয়া আমার ডান হস্তে এবং চন্দ্রকে আনিয়া আমার বাম হস্তে রাখিয়া দাও তথাপি আমি এক খোদার ইবাদত ছাড়িব না এবং তোমাদের মা'বুদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিব না।" ইহার পরক্ষণই কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বিতীয় প্রস্তাব পেশ করার কখনও সাহস করিতে পারে? এবং ইহার প্রতিও লক্ষ্য করিয়া যে দ্বিতীয় প্রস্তাব, যাহা যুক্তির দিক দিয়া প্রথম প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষা সহজতর হওয়া উচিত ছিল, প্রথম প্রস্তাব অপেক্ষাও কঠিনতর, যাহাকে বিকল্প প্রস্তাব বলা বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত, অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে আসলে হয়তো ইবনে আব্বাস (রাঃ) দুই বিভিন্ন উপলক্ষে এই কথাগুলি বর্ণনা করিয়াছেন এবং রাবী বিবেচনা না করিয়াই ইহাকে একত্রে সংযুক্ত করিয়া একই রেওয়াত স্বরূপ পেশ করিয়াছেন, অথবা কোন অল্প বুদ্ধিমান রাবী দুইটি রেওয়ায়েত বিভিন্ন লোকের নিকট শুনিয়া একত্রে সংযুক্ত করিয়াছে এবং উহাকে ইবনে আব্বাসের প্রতি আরোপ করিয়াছে।

এস্থলে যেহেতু সেই রেওয়াতের উল্লেখ আসিয়াছে যাহাতে কাফেরগণ এই প্রস্তাব পেশ করিয়াছিল যে আমরা আপনাকে ধনও দিব, স্ত্রীও দিব, রাজ্যও দিব কিন্তু আপনি আমাদের মা'বুদগুলিকে গালাগালি করিবেন না, এই জন্য এই প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া আমি উচিত মনে করি যে তাহাদের প্রস্তাবটি কি বাস্তবিকই সত্য ছিল? নবী করীম (সাঃ) কি তাহাদের মা'বুদগুলিকে গালাগালি করিতেন? আমরা যখন কুরআন পাঠ করি তখন উহাতে কোথায়ও তাহাদের মিথ্যা মা'বুদগুলিকে গালাগালি করিতে দেখিতে পাই না। যাহা দেখিতে পাই, উহা হইতেছে যে নবী করীম (সাঃ) নিজের অনুসরনকারীগণকে মিথ্যা মা'বুদগুলিকে গালি দিতে নিষেধ করিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করিতেছেন:

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم
كذلك زينا لكل امة عملهم (انعام ١٣)

"যে (হে মুসলমানগণ!) তোমরা তাহাদিগকে গালি দিও না যাহাদিগকে তাহারা (কাফেরগণ) আল্লাহ ব্যতিরেকে (দোওয়াতে) ডাকিয়া থাকে; নচেৎ তাহারাও অজ্ঞানতা বশতঃ শত্রুতাপুর্বক গালি দিবে। এইরূপে আমরা প্রত্যেক জাতির আমল সুন্দর করিয়া

প্রদর্শন করিয়াছি। কাহাকেও বিরক্ত করিলে, উত্তর দিতে গিয়া সে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখে না যে উত্তরে যাহা কিছু আমি বলিতেছি উহা বস্তুতঃ আমারই মান্য বস্তুর উপর আক্রমণ সাব্যস্ত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে সে রাগ বশতঃ এইরূপ উত্তর দিয়া থাকে। যাহার কানে সে সকলের সর্বস্বীকৃত অস্তিত্বের উপর আক্রমণকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। অতএব যাহাদিগকে মা'বুদরূপে গণ্য করা হয় তুমি যদি তাহাদিগকে গালি দাও কাফেরগণও ক্রোধবশতঃ উত্তর দিবে যে তোমাদের মাবুদও এইরূপই। অথচ তোমাদের মা'বুদ এবং তাহাদের মা'বুদ একই মা'বুদ। উক্ত উত্তরটি তাহাদের মূর্খতার কারণে প্রকাশ পাইতেছে কিন্তু ইহার মূলে আসল কারণ হইতেছ তোমরা, এইজন্য তোমাদিগকে উক্ত ব্যবহার হইতে বিরত থাকিতে হইবে। মোট কথা, ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে নবী করীম (সাঃ) তাহাদের মাবুদদিগকে কখনও গালি দিতেন না বরং তাঁহার উপর অবতারিত কিতাবে গালি দিতে নিষেধ করিত। এখন প্রশ্ন হয়, কাফেরগণ কেন বলিত যে তিনি আমাদের মা'বুদদিগকে গালি দেন? ইহার উত্তর এই যে, যখন কোন বস্তুকে ভুল ও অযথা মর্যাদা দানের দাবী জানানো হয় তখন সেই মর্যাদায় যে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যক সেইগুলির প্রতিরোধ করা জরুরী হইয়া যায় অন্যথায় সেই ভুল দাবীর প্রতিরোধ সম্ভব হইবে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তিকে ভুল ও অযথাভাবে ডাক্তার বলা হয়। তাহা হইলে এইরূপ বলিতে হইবে, "সে কোন ডাক্তারী কলেজে পড়েও নাই এবং সে কোনরূপ ডাক্তারী জানেও না।" এই দুইটি কথাতে অবশ্য তাহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হইবে কিন্তু গালি হইবে না; কেননা ইহা প্রয়োজনানুযায়ী সত্য তথ্য প্রকাশ হইয়াছে এবং প্রমাণ স্বরূপ বলা হইয়াছে; ভুল দাবীর প্রতিরোধ করার জন্য ইহা ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। এইরূপেই কুরআন করীমে মিথ্যা মা'বুদের ভুল-ত্রুটি বর্ণিত হইয়াছে যদ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে যে, তাহারা প্রকৃত মা'বুদ নহে। ঐ সমস্ত ভুলত্রুটি যদি ব্যক্ত না করা হইত তাহা হইলে এই প্রকৃত তথ্য প্রকাশ পাইত না যে তাহারা প্রকৃত মা'বুদ নহে। সুতরাং এমন কথা বলা যাদ্বারা কোন ভুল দাবীর প্রতিরোধ উদ্দেশ্য হয় এবং ইহা ব্যতীত উহার প্রতিরোধ সম্ভব হয় না, উহা কখনও গালি বলিয়া অভিহিত হয় না বরং উহা প্রকৃত তথ্যের উৎঘাটন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু এমন কথা বলা যাহা প্রকৃত তথ্যের বিপরীত, (অথচ ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায়েও ভুলত্রুটি চিহ্নিত করা যাইতে পারে) যাহা উচ্চারণ করিয়া অযথা কাহারও মনে আঘাত দেওয়া হয়, ইহা অবশ্য গালি হইবে। কুরআন করীমে কিন্তু মিথ্যা মা'বুদের জন্য এইরূপ কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। (ক্রমশঃ)

সেই জ্যোতিতে (সাঃ) আমি বিভোর হইয়াছি।
আমি তাঁহারই হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই, আমি কিছুই না।
প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥
[উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌র পথে ব্যায় ('ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ' বা বাদ্যন্যতা) এবং সাদকাহ্‌র মর্যাদা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪১৩। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে একদা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এই কাহিনী বর্ণনা করেন: "এক ব্যক্তি ঘাস, লতাপাতা, বৃক্ষ ও জনশূন্য মরু দিয়া যাইতেছিল। মেঘ ঘনাইয়া আসিল। সে মেঘ হইতে শোনিল: হে মেঘ, অমুক নেক (সাধু) ব্যক্তির বাগান ভর্তি কর।' মেঘ ঐ দিকে প্রস্থান করিল। প্রস্তরময় মালভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণ হইল। একটা সরু নালা দিয়া পানি প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই ব্যক্তি ঐ নালা ধরিয়া যাইতে লাগিল। কি দেখিল? নালাটা এক বাগানে প্রবেশ করিয়াছে। বাগান ওয়ালা বালতি দিয়া পানি এদিকে সেদিকে বিভিন্ন গাছ-পালায় দিতেছে। ঐ বাগানের মালিককে সে বলিল: 'হে খোদার বান্দাহ্, আপনার নাম কি?' সে ঐ নামই বলিল, যাহা ঐ মুসাফের মেঘটি হইতে শোনিয়াছিল। অতঃপর বাগানপতি মুসাফিরকে জিজ্ঞাসা করিল: "হে আল্লাহ্‌র বান্দাহ্, আপনি কেন আমার নিকট আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন'? সে বলিল: "এই মেঘ যাহা হইতে বৃষ্টিপাত হওয়ায় আপনি পানি ব্যবহার করিতেছেন, উহা হইতে এই ধ্বনি শোনিয়াছিলাম—'মেঘ, তুমি অমুক বাগান প্লাবিত কর'। আপনি এমন কোন্ 'নেক আমল' কোন্ সে সাধু কর্ম করিয়াছেন, যাহার এই ফল আপনি প্রাপ্ত হইলেন? বাগনপতি বলিল: 'যখন আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে শোনুন। আমার নিয়ম এই যে, এই বাগান হইতে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাই, উহার এক তৃতীয়াংশ খোদাতায়ালার পথে ব্যয় করি, এক তৃতীয়াংশ আমার পরিবার-পরিজনের উপজীবিকার্থে রাখি এবং বাকী এক তৃতীয় অংশ এই সব ক্ষেতে পুনরায় বীজরূপে ব্যবহার করি।"

['মুস্‌লিম,' 'কিতাবুয্-যোহ্‌দ, 'বাবুস্-সাদাকাহ ফিল্-মাসাকীন ; ২ : ৩৫০ পৃ :]

আক্কেল-বুদ্ধি ও মেধা, পরোপকার ও সহানুভূতি, সমবেদনা ও সাহায্য

৪১৪। হযরত আবু হুরাইরাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াহেন: "মুমেন এক ছিদ্রে কখনো দুইবার দংশিত হয় না।"

['মুস্‌লিম, কিতাবুয যুহুদ, 'বাবু লা-ইয়াল্-দাগুল্-মোমেনু মিন্ জুহ্‌রিন্ মার্‌রাতাইন ; ২:৩৫৪পৃঃ]

৪১৫। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন: "এক ব্যক্তি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল: খুব ক্ষুধা পাইয়াছে,

অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে'। তিনি (সাঃ) গৃহে খবর করিলেন: 'কিছু খাবার থাকিলে পাঠান হউক'। উত্তর আসিল, পানি ভিন্ন কিছু নাই। ইহাতে তিনি (সাঃ) মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিগণকে ফরমাইলেন: 'আজ রাত্রিতে কে ইহাকে খাওয়াইবে'? এক আনসারী নিবেদন করিলেন: 'আল্লাহ্‌র রসুল, আমাকে ইহার মেহমান-নেওয়াজির সম্মান দেওয়া হউক'। ফলে সেই আনসারী তাহাকে লইয়া গৃহে গেলেন এবং তাঁহার বিবিকে বলিলেন: 'আল্লাহ্‌র রাসুলের (সাঃ) এই মেহমান। ইহার সমাদরে কোনো ত্রুটি যেন না হয়'। বিবি বলিলেন, 'শুধু-মাত্র বাচ্চাদের জন্য সামান্য খাবার আছে'। ইহাতে আনসারী বলিলেন, 'তাহাদিগকে কোনোরূপে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইয়া দাও। মেহমান খাওয়ার জন্য ভিতরে আসিলে বাতি নিভাইয়া দিব। অন্ধকারে এরূপ ভাব প্রকাশ করিব যে আমরাও মেহমানের সহিত আহার করিতেছি।' বস্তুতঃ, তাঁহারা এইরূপই করিলেন। তাঁহারা মেহমানের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। মেহমান খাইতে লাগিলেন। মেহমানকে ঐরূপে আহার করাইয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী ভুখা রহিলেন। প্রত্যুষে যখন সেই আনসারী আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন, তখন হুজুর সাঃ) ফরমাইলেন, 'তোমরা দুইজন রাত্রিতে মেহমানের সঙ্গে যে উত্তম ও অভূতপূর্ব এবং অভিনব ব্যবহার করিয়াছ, তৎ-দর্শনে আল্লাহ্‌তায়ালাও আছমানে প্রীত ও খোশ হইতেছিলেন।'' ['মুস্‌লিম,' কিতাবুল-আশ্‌রাবাহ্‌ ১-১ : ৩০৪ পৃঃ]

৪১৬। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, ''দুই ব্যক্তির খাবার তিন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট এবং তিন ব্যক্তির খাদ্য চারি ব্যক্তির জন্য।'' অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: ''এক ব্যক্তির খাদ্য দুই ব্যক্তির জন্য, দুই ব্যক্তির আহার চারি ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট।''

['মুসলিম, কিতাবুল-আশরাবাহ, 'বাবু ফযিলাতিল্‌-মুওয়াসাতে ফিৎ-তায়াম ; ১-২:৩০ পৃঃ]

৪১৭। হযরত সাহ্‌ল বিন্‌ সা'দ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্‌হু বলেন, 'এক স্ত্রীলোক স্বহস্ত নির্মিত মনোহর চাদর উপস্থিত করিয়া নিবেদন করিল, 'আমি আপনাকে (সাঃ) পরাইবার উদ্দেশ্য নিয়া ইহা আমার হাতে তৈরী করিয়াছি। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম চাদরটি বড়ই প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন এবং লুঙ্গি রূপে পরিধান করিলেন; বাহিরে তশারীফ আনিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহার (সাঃ) নিকট আরজ করিল: হুজুর (সাঃ), চাদরটি বড় সুন্দর! আপনি আমাকে ইহা পরাইয়া দিন। তিনি ফরমাইলেন, 'আচ্ছা', তোমাকে দিব।' কিছু সময় মজলিসে তশরীফ রাখিবার পর গৃহে যাইয়া চাদরখানি ভাঁজ করিয়া সেই ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিলেন। লোকে ঐ ব্যক্তিকে ভাল-মন্দ বলিতে লাগিল। তাহারা কহিল,' তুমি বড়ই মন্দ হরকত করিয়াছ। হুজুর (সাঃ)-এর ইহার প্রয়োজন ছিল। ইহা জানা সত্ত্বেও যে, হুজুর কাহারো সওয়াল ব্যর্থ (রদ) করেন না, তবু তুমি হুজুর (সাঃ)-এর নিকট হইতে চাহিয়া লইলে।' ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিল, 'খোদার কসম, পরার জন্য নেই নাই। আমার কাফনের জন্য রাখার উদ্দেশ্যে চাহিয়াছি।'' সাহ্‌ল (রাযিঃ) বলেন, ''বস্তুতঃ তাহার মৃত্যুর পর এই চাদরেই তাহাকে কাফন-দাফন করা হইয়াছিল।'' (ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উচ্চতম মর্যাদা

অমর রসুল হিসাবে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ প্রবাহের অকাট্য প্রমাণ

"এক সময় ছিল, যখন ইঞ্জিলের প্রচারকগণ হাটে বাজারে ও পথে ঘাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় এবং প্রতারণামূলকভাবে আমাদের প্রভু ও নেতা খাতামুল আম্বিয়া, নবী শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও নিষ্ঠাবানদিগের শিরোমণি ও খোদার প্রিয়তম রসুল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এই মিথ্যা রটনা করিয়া বেড়াইতেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কোন ভবিষ্যদ্বানী অথবা মো'জেযা বা অলৌকিক ক্রিয়া প্রকাশিত ও প্রদর্শিত হয় নাই ; আর এখন এই অবস্থা যে আমাদের প্রভু ও নেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সেই সমস্ত সহস্র সহস্র মো'জেযা ব্যতীত, যাহা অতি প্রামাণিক ও ধারাবাহিকভাবে কোরআন ও হাদিসে বর্ণিত রহিয়াছে, আল্লাহ্তায়ালা তাহার এই দাস ও অধমের মাধ্যমে অভিনব ও নিত্য নতুন শতাধিক এমন ঐশী নিদর্শনও প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, যে কোন বিরুদ্ধবাদী ও অস্বীকারকারী উহাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখে না। আমি অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সহিত প্রত্যেক খৃষ্টান এবং অপরাপর বিরুদ্ধবাদীগণকে বলিয়া আসিতেছি এবং এখন পুনরায় বলি, ইহা বাস্তবিকই সত্য কথা যে, প্রত্যেক ধর্মের পক্ষে আল্লাহর তরফ হইতে সমাগত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, উহাতে সর্বদা এরূপ মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইতে থাকিবে, যাঁহারা তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক, নেতা ও রসুলের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হইয়া ইহা প্রমাণ করিবেন যে, সেই নবী ও রসুল আপন আধ্যাত্মিক কল্যাণরাশীর প্রবহমান থাকার দিক হইতে মৃত নহেন, বরং জীবিত। কেননা সেই নবী, যাহার অনুগমন করা হইতেছে এবং যাঁহাকে যোজক ও ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাঁহার জন্য ইহা অত্যাবশ্যকীয় যে, তিনি যেন তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণ-প্রবাহের দিক হইতে জীবন্ত ও অমর প্রতিপন্ন হন।

বস্তুতঃ আপন দেদীপ্যমান চেহারার সহিত সম্মান ও উচ্চ মর্যাদা ও মহিমার আকাশে তাঁহার অবস্থিত হওয়া এবং চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব, সংরক্ষণকারী ও সর্বশক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহার উপবিষ্ট হওয়া এমনই একটি ব্যাপার, যাহা বাস্তব ও শক্তিশালী ঐশী-জ্যোতিঃ

সমূহের দ্বারা এরূপে প্রমাণিত হওয়া উচিত যে, তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ অনুগমন যেন অনগামীর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়া এমন প্রকারে সুফল উদয়ের কারণ হয় যে, রুহুল কুদ্দুস (পবিত্রআত্মা)-এর সাক্ষাৎলাভ এবং ঐশী-কল্যাণরাজী প্রাপ্ত হওয়ার পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন এবং আপন অনুগমিত নবী হইতে নূর ও আলো প্রাপ্ত হইয়া আপন যুগের অন্ধকার সমূহকে অপসারিত করেন এবং চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে খোদার অস্তিত্বে এরূপ সুদৃঢ়, পূর্ণ ও দীপ্ত বিশ্বাস উদিত করিয়া দেয়, যাহার ফলে তাহাদের পাপের প্রতি আসক্তি এবং কলুষিত পার্থিব জীবন প্রসূত সকল কুপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়। তাহা হইলেই ইহা প্রমাণিত হইবে যে, সেই নবী ও রসুল আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত এবং আকাশে তাঁহার সক্রিয় অস্তিত্ব আছে।

অতএব, আমি আমার পবিত্র ও শক্তিশালী খোদার নিকট কিভাবে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব যে, আমাকে তিনি তাঁহার প্রিয় নবী মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সহিত প্রেম ও তাঁহার অনুবর্তিতার তওফিক দান করিয়া উহারই ফলশ্রুতিতে আমাকে তাঁহার আধ্যাত্মিক কল্যাণে ভূষিত করিয়া সত্যিকার তাকওয়া, ধর্মপরায়ণতা এবং প্রকৃষ্ট ঐশী-নিদর্শনাবলী প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া, সকলের জন্য এই সত্যকে সপ্রমাণ ও বাস্তবরূপ দান করিয়াছেন যে, আমাদের সেই প্রিয় মহিমান্বিত আল্লাহর মনোনীত নবী (সাঃ) মৃত নহেন, বরং তিনি উচ্চতম আকাশে তাঁহার সর্বাধিপতি ও সর্ব-শক্তিমান খোদার দক্ষিণ পার্শ্বে মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের উচ্চতম আসনে উপবিষ্ট আছেন।

اللهم صل عليه وبارك وسلم - ان الله وملائكته يصلون على النبى
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ০

[হে আল্লাহ্ ! তাঁহার উপর রহমত, বরকত, (আশিস) ও শান্তি বর্ষণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা তাঁহার উপর চিরন্তন রহমত ও বরকত বর্ষণ করিতেছেন এবং তাঁহার ফেরেস্তাগণও তাঁহার প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাইতেছেন হে যাহারা ঈমান লাভ করিয়াছ, তোমরা তাঁহার প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং খুব বেশী বেশী উত্তম প্রকারের সালাম প্রেরণ করিতে থাক। — অনুবাদক]

['তরইয়াকুল কুলুব' গ্রন্থের ৯ ও ১০ পৃঃ]

অনুবাদ : মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরুব্বী।

খোদার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসক আমি শত কাফের॥

[আরবী 'দুররে সমীন'] — হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

॥ জুমআর খুতবা ॥

সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (আইঃ)

[৩১শে মার্চ ১৯৬৭ইং, মসজিদে মুবারক, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক বয়তুল্লাহ শরীফ পুণঃনির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্য'

[সৈয়েদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ইং১৯৬৭ সালে ১০টি জুমার খোৎবার মাধ্যমে 'হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কর্তৃক বয়তুল্লাহ্ শরীফের পুনঃনির্মাণের ২৩টি মহান উদ্দেশ্যে' এর উপর অভূতপুর্ব সারগর্ভ আলোকপাত করেন এই উদ্দেশ্যাবলী এজন্য বর্ণনা করা হইয়াছিল যাহাতে মুসলিম উম্মতের দৃষ্টি সর্বক্ষণ এ উদ্দেশ্যাবলীর প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের প্রতিটি ব্যক্তি উক্ত উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণ বাস্তবায়নে সক্রিয় ও সচেষ্ট হয়। সম্প্রতি হিঃ ১৪০০ বর্ষের পবিত্র ১লা তারিখে বয়তুল্লাহ শরীফে 'ইতিহাসের সব চেয়ে ঘৃণ্য ও মর্মন্তুদ অবমাননাকর কুকীর্তি' সংঘটিত হওয়ায় হুজুর (আইঃ) আহ্‌মদী র গত সংখ্যায় প্রকাশিত ২৩শে নভেম্বর ১৯৭৯ইং তারিখের খোৎবায় জামাত 'আহ্‌মদীয়াকে বিশেষভাবে উল্লিখিত ও খোৎবা সমুহে বর্ণিত বয়তুল্লাহ্ শরীফের পুনঃনির্মাণের মহান উদ্দেশ্যাবলী পুনরায় পাঠ করার জন্য এবং সেগুলি নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জোরদাররূপে আহ্বান জানান। সুতরাং এপ্রসঙ্গে উক্ত বিষয় সংক্রান্ত খোৎবা সমূহ ধারাবাহিকরূপে 'আহমদী তে প্রকাশার্থে প্রথম খোৎবাটির (অর্ধেকের) বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল। আল্লাহর দরবারে এই দোওয়া, তিনি যেন আপন ফজল ও করমে আমাদিগকে উক্ত উদ্দেশ্যে সম্যক সাফল্য মণ্ডিত হওয়ার তওফিক দান করেন। আমীন।]

—আহমদ সাদেক মাহমুদ।

তাশাহুদ, তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সুরা আলে-এমরানের ৯৭ ও ৯৮ এবং সুরা বাকারার ২৬—৩০ আয়াতসমূহ পাঠ করেন। অতঃপর হুজুর বলেন :

আমি এই মজমুন (বিষয়বস্তু) ঈদুল আযহ্-এর দিন হইতে (উহার পটভূমিকা হিসেবে) শুরু করিয়া ছিলাম এবং সে দিনের খোৎবায় বলিয়াছিলাম যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মাধ্যমে বায়তুল্লাহ্ শরীফ পুনঃনির্মাণ করেন এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হইতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে, তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ এক সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত খোদা-তায়ালার পথে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিয়া বয়তুল্লাহ্ শরীফ নির্মাণ সম্পর্কিত দায়িত্বাবলী পালন করিতে থাকিবেন এবং সক্রিয় প্রচেষ্টা (তদ্বীর) ও দোওয়ার মাধ্যমে চেষ্টিত

থাকিবে, আল্লাহ্তায়ালা যেন তাঁহার বংশধরকে আল্লাহ্তায়ালার আখেরী শরিয়তবাহী নবী (সাঃ) জগতে আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে বরণ করার তওফিক দান করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিবার পর খোদাতায়ালার পবিত্র নামকে সর্বোচ্চে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে এই কওমকে যে চূড়ান্ত কুরবানী পেশ করিতে হইবে তাহা যেন তাহারা পেশ করে।

আমি বলিয়াছিলাম যে, বয়তুল্লাহ্ শরীফের সহিত অনেকগুলি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিজড়িত আছে, সেগুলির উল্লেখ কুরআন শরীফে আমরা দেখিতে পাই, এবং সেগুলির সম্পর্ক প্রকৃত-প্রস্তাবে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সহিত সম্পৃক্ত। উক্ত যে আয়াত সমূহ আমি পাঠ করিলাম, সেগুলিতে গভীর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নিম্নরূপ উদ্দেশ্যাবলী দেখিতে পাই, যাহা সম্মুখে রাখিয়া আল্লাহ্তায়ালা বয়তুল্লাহ শরীফ পুনঃনির্মাণ করান এবং হযরত ইব্রাহীম এবং তাঁহার বংশধরদের দ্বারা প্রায় আড়াই হাজার বৎসর কাল ব্যাপী ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কুরবানী গ্রহণ করিতে থাকেন।

প্রথম উদ্দেশ্যটি وضع للناس — ('মানবজাতির কল্যাণের জন্য স্থাপিত হইয়াছে') আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টি مبارکا — (বরকতময়)-এর মধ্যে ; তৃতীয়টি هدی للعلمین — ('বিশ্ব-জগতের জন্য সুপথ নির্দেশিকা')-এর মধ্যে ; চতুর্থটি ایات بینات ('সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী') আয়াতাংশে ; পঞ্চম উদ্দেশ্য مقام ابراهیم ('ইব্রাহীমের দাঁড়াইবার স্থান')-এর মধ্যে ; ষষ্ঠ উদ্দেশ্য من دخله کان امنا — ('যে ইহাতে প্রবেশ করে সে শান্তির অধিকারী হয়')—আয়াতাংশে ; সপ্তমটি ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا — ('মানুষের উপর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্ব পালন ফরজ করা হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে সেই সকল ব্যক্তির উপর, যাহারা এ গৃহের হজ্ব পালনে যাওয়ার সামর্থ রাখে')—আয়াতাংশে ; অষ্টম উদ্দেশ্য جعلنا البیت مثابة — ('এই গ্রহকে মানবজাতির বারংবার প্রত্যাবর্তনের স্থানরূপে নির্ধারণ করিয়াছি') আয়াতাংশে ; নবম উদ্দেশ্য وامنا — ('এবং শান্তির কারণ')-এর মধ্যে ; দশম উদ্দেশ্য واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی — ('মোকামে-ইব্রাহীমে নামাজের স্থান গ্রহণ কর')-এর মধ্যে ; একাদশ উদ্দেশ্য, طهرا بیتی ('আমার গৃহকে পবিত্র কর')-এর মধ্যে ; দ্বাদশ উদ্দেশ্য الطائفین ('প্রদক্ষীণকারীগণ') শব্দের মধ্যে ; ত্রয়দশ, للعاکفین — (ই'তেকাফকারীগণ') শব্দে ; চতুর্দশ, والرکع السجود ('রুকুকারীগণ ও সেজদাকারীগণ')-এর মধ্যে ; পঞ্চদশ, رب اجعل هذا بلدا امنا — ('হে রব, ইহাকে একটি শান্তিপূর্ণ শহরে পরিণত কর')-এর মধ্যে ; ষষ্ঠদশ, وارزق اهله من الثمرات — ('এবং ইহার অধিবাসীদিগকে সর্বপ্রকার ফলমুল হইতে আহার্য দান কর')-এর মধ্যে ; সপ্তদশ, ربنا تقبل منا — ('হে রব, আমাদের পক্ষ হইতে এই প্রচেষ্টা গ্রহণ কর') আয়াতাংশে ; অষ্টদশ, السمیع — ('সর্বশ্রোতা') শব্দে ; উনবিংশ, العلیم — ('সর্বজ্ঞ') শব্দে ; বিংশ, ومن ذریتنا امة مسلمة لك ('এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য হইতে তোমার নিকট আত্মসমর্পনকারী একটি উম্মত সৃষ্টি

কর') আয়াতাংশে ; ২১তম, وارنا منا سكنا ('এবং আমাদিগকে আমাদের এবাদতের নিয়ম-পদ্ধতির শিক্ষাদান কর')-এর মধে ; ২২ তম, وتب علينا ('এবং আমাদের প্রতি করুণা ভরে বার বার প্রত্যাবর্তন কর')-এর মধ্যে এবং ২৩ তম, উদ্দেশ্য ; ربنا وبعث فيهم رسولا منهم ('হে বর, তাহাদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্যকার একজন মহিমান্বিত রসুল প্রেরণ কর') আয়াতাংশে বর্ণিত হইয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা বলেন, ان اول بيت وضع للناس—যে গৃহটি للناس মানবজাতির জন্য নির্মাণ ও নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা মক্কায় অবস্থিত। বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা বর্ণননায় এবং কুরআন শরীফের আয়াত সমূহে যে বিষয় বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে সেইগুলির অন্তর্নিহিত মর্ম ও তথ্য আমি এই লাভ করিয়াছি যে, যখন আমাদের আদম (আঃ) সৃষ্টি হইলেন ও তাঁহার আবির্ভাব ঘটিল, (আমি 'আমাদের আদম' শব্দ এজন্য ব্যবহার করিয়াছি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহুঃ বলিয়াছেন, 'আদমের পুর্বে আরও প্রায় এক লক্ষ আদম এ জগতে সৃষ্টি হইয়াছেন' ; তাঁহাদের সন্তানদের মধ্য হইতে কতকজনকে উম্মতের অলি-আল্লাহ্গণ 'কাশ্ফ' বা দিব্যদর্শনে প্রত্যক্ষও করিয়াছেন, যাহার উল্লেখ তাঁহারা নিজেদের গ্রন্থাবলীতে করিয়া গিয়াছেন) সেই কালে জগৎ একটি সীমিত সল্পপরিসর ভূখণ্ডের মধ্যে আবাদ ছিল এবং আল্লাহ্তায়ালা সেই সময়ের সকল মানুষের জন্য তাঁহার পরিপুর্ণ প্রজ্ঞার ফলশ্রুতিতে আদমের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিয়া তাঁহার দ্বারা 'বয়তুল্লাহ' নির্মাণ করান, একটি ঘর তৈরী করান এবং সেই গৃহটিকে সেই আদমের বংশভুত সমগ্র মানবজাতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু পরবর্তিতে যখন সেই জেনারেশন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং জগতের বিভিন্ন ভূখণ্ডে তাহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়া আবাদ হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাহাদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিপোষণ ও প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতি এবং প্রতিটি ভূখণ্ডে পৃথক পৃথকভাবে নবী প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন, যাহাতে তাহাদিগকে সেই সকল পথে পরিচালিত করেন যে সকল পথে চলিয়া খোদার বান্দা স্বীয় যোগ্যতা ও ক্ষমতা অনুসারে তাঁহার 'উবুদিয়ত' বা দাসত্বের দায়িত্বাবলী পালনে সমর্থ হয়। হাদিসাবলীতে সন্ধান পাওয়া যায় যে, এই জগতে এক লক্ষেরও উপর নবী আসিয়াছেন। সুতরাং যে আদমের বংশধরগণ এইরূপে বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, পৃথক পৃথক গোত্র, গোষ্ঠী ও জাতীতে পরিণত হইয়াছিল, যাহাদের নিজ নিজ নবী 'জাতীয় নবী' ছিলেন, ঐ যুগে তাহারা সেই গৃহের প্রতি মনোযোগ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে গৃহ খোদার গৃহ ছিল এবং সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হইয়াছিল। পরিশে ষ তাহারা উহা হইতে এতই অমনোযোগীও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল যে, কালক্রমে, মেরামতের ও আবাদীর অভাবে এবং দৈবিক ঘটনাবলীর প্রভাবে সেই গৃহের (বয়তুল্লাহর) চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ্তায়ালার পরিকল্পনা ও ইচ্ছা যখন পূর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত হইল—যাহাতে পুনরায় সমগ্র জগতকে 'আলা দ্বীনেন ওয়াহেদেন'—'একটি একক দ্বীনের উপর' কায়েম ও একত্রিত করা হয়—তখন আল্লাহ্তায়ালা ঐ গৃহটিকে আবার নতুনভাবে নির্মাণের এবং উহার

সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার বংশধরদিগকে আত্মনিয়োজিত করিবার ফয়সালা করিলেন, যাহাতে এই গৃহের সহিত সম্পর্কযুক্ত এরূপ একটি জাতির সৃষ্টি হয়, যাহাদের মধ্যে সেই যাবতীয় গুণ ও ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে, যেগুলি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর এবং কুরআন করীমের প্রথম সম্বোধিত জাতি হিসাবে তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং আড়াই হাজার বৎসরব্যাপী দোওয়া ও আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে এরূপ একটি জাতি তৈরী হইল। তাহারা খোদাতায়ালার উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদিত হইলে তাহাদের মধ্যে সেই যাবতীয় গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটিত, যেগুলির দ্বারা তাহারা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ও রূহানী ময়দানসমূহে মানবমণ্ডলীকে নেতৃত্ব দান করিতে পারিত। আর যেহেতু সেই সকল গুণ, ক্ষমতা ও যোগ্যতা আপন পূর্ণত্বে উপনীত হইয়াছিল, আবার উহাদের অপব্যবহারে বিরাট বিশৃঙ্খলতারও সৃষ্টি হইতে পারিত, সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টাবস্থায় ছিল, তাহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহুঃ-এর কঠোর বিরোধিতা করে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি এত যাতনা ও নির্যাতন চালায় যে পূর্ববর্তী কোন উম্মত তাহাদের নবীকে ঐ প্রকারের নির্যাতন করে নাই। মোটকথা, তাহাদের মধ্যে বিপুল ক্ষমতা ও প্রতিভা ছিল ; এককাল পর্যন্ত যেগুলি সুপ্ত ছিল, এক সময় পর্যন্ত উহাদের উপর শয়তানের কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু যখন সেই সুপ্ত ক্ষমতাগুলি উন্মোচিত ও জাগরুক হইল এবং তাহারা তাহাদের রবকে চিনিতে পারিল, তখন জগৎ সেই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করিল, যাহা ইতিপূর্বে কখনও মানুষ খোদাতায়ালার পথে ঐ প্রকারের কুরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃশ্য দেখ নাই। মোটকথা, এ সেই কওম ছিল যাহারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কুরবানী ও দোওয়া এবং তাঁহার বংশধরের কুরবানী ও দোওয়ার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হইল।

মোট কথা, وضع للناس —('মানবজাতি উদ্দেশ্যে স্থাপিত)-এর অন্তর্নিহিত মর্ম প্রকৃত অর্থে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহুঃ-এর সহিতই সম্পৃক্ত, যেমন বয়তুল্লাহ্ সম্পর্কিত আর সকল উদ্দেশ্যই প্রকৃতপক্ষে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্তায়ালা জানাইয়াছিলেন যে, এই ঘর আমার ঘর, সেই সকল উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে পুনরায় উহার নবনির্মাণ সম্পন্ন করাইতেছি এবং সেজন্য তোমাদিগকে কুরবানী পেশ করিতে হইবে।

মোটকথা, বয়তুল্লাহ্র সহিত সম্পর্কিত প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, এই বয়তুল্লাহ্ খোদা-তায়ালার সেই সর্বপ্রথম গৃহ, যে গৃহে আল্লাহ্তায়ালা সমগ্র মানবমণ্ডলীর দ্বীনি ও দুনিয়াবী —পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় কল্যাণ ও উপকার নিহিত ও সংরক্ষিত করিয়াছেন। وضع للناس অর্থাৎ, সমগ্র মানবকুলের মঙ্গল ও হিতার্থে উহা নির্মিত হইয়াছে। সেখান হইতেই জগতের জাতিবর্গ বর্ণ, গোত্র এবং পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী সকল প্রকারের বৈষম্য ও ভেদাভেদ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল জাতি এই পবিত্র ও কল্যাণময় গৃহ হইতে জাগতিক উপকারও লাভ করিবে এবং দ্বীনি ও রূহানী উপকারেও ভূষিত হইবে। ইহাই হইল প্রথম উদ্দেশ্য এই গৃহের পূনঃনির্মাণের।

বয়তুল্লাহ্ পুনঃ নির্মাণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল এই যে, (আল্লাহ্ বলেন,) আমরা এই গৃহকে مباركا —(মুবারাক) করিতে চাই। 'মোবারক' সেই স্থানকে বলা হয় যাহা নীচুতে থাকে যেখানে বৃষ্টি হইলে চতুর্দিকের পানি ভাসিয়া আসিয়া একত্রিত হয়। যেহেতু এ স্থলে আল্লাহ্-তায়ালা বৃষ্টি প্রসঙ্গে কথা বলিতেছেন না, বরং, মানুষের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ সম্পর্কিত কথা বলিতেছেন, সেইহেতু এখানে مباركا (মোবারাকান)-এর দুইটি অর্থ হইবে: এক, বিশ্বের সকল জাতির প্রতিনিধিগণ এখানে সমবেত হইতে থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ, বয়তুল্লাহ্ এজন্য তামির করান হইয়াছে এবং ইহাকে এজন্য আবাদ রাখার ফয়সালা করা হইয়াছে যে এখন এরূপ এক শরীয়ত ধর্মীয় জীবন-বিধান) কায়েম করা হইবে, এখানে এমন এক আখেরী শরীয়তবাহী নবী আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার শরীয়ত বা বিধানে বিভিন্ন জাতিতে আগত শরীয়তসমূহে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্যমান যাবতীয় হেদায়েত ও নির্দেশ এবং রুহানী ও ধর্মীয় সত্য তথ্যাবলী পুনরায় একত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে এবং উহার বাহির্ভূত থাকিয়া যায় এরূপ কোন একটিও সত্য অবশিষ্ট থাকিবে না।

সুতরাং আল্লাহ্ বলিয়াছেন যে, রুহানীভাবে আমরা এই বয়তুল্লাহ্কে مباركا —সার্বিক কল্যাণের আধাররূপে কায়েম করিতে চাই, এবং আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, ইহা উৎপত্তি-স্থল হইবে এরূপ একটি শরীয়তের, যাহার মধ্যে সকল নবীর শরীয়তে বিদ্যমান বিক্ষিপ্ত হেদায়েতসমূহ একত্রিত করিয়া দেওয়া হইবে। এবং ইহার সঙ্গে বরকত ও কল্যাণও থাকিবে অর্থাৎ যে সকল বিষয় পূর্ববর্তীদের জন্য জরুরী ও প্রয়োজনীয় ছিল না সেই সত্যসমূহও উহাতে বর্ণিত হইবে। উহা একটি কামেল ও পরিণতি শরীয়ত হইবে, যাহার মাধ্যমে সমগ্র জাতি-গোষ্ঠির ফায়দা ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে কায়েম করা হইবে, এবং এই গৃহ, এই বয়তুল্লাহ্ সেই কামেল ও পরিণত এবং চিরস্থায়ী শরীয়তের জন্য 'উম্মুল-কুরা'—'সকল' জনবসতির জননী' হিসাবে নিরূপিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ: মৌঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ,
সদর মুরুব্বী।

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, গোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥

[উর্দু দুররে সমীন—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী
হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ,
খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(১) এক নম্বর তস্‌দিক বা সত্যায়ন ঃ—

কুরআন করিম ও মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সত্যায়ন বা তস্‌দিক করেছেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালেমের সত্তার, যিনি বনি ইসমাঈলের তরক্কীর ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যদি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) না আসতেন এবং তাঁর উপরে অহী বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ না হতো তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেন যে, তাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন—"এবং ইসমাইলের ব্যাপারে আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ, তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, এবং আমি তাহাকে বড় জাতি বানাইব।" (আদিপুস্তক—১৭ ঃ ২০-২১)

এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় যে, যেমন ইসহাকের বংশধরদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ছিল যে ওদেরকে বহুগুণ বৃদ্ধি করবো এবং বরকত দান করবো, এবং ওদের থেকে বিশাল জাতি তৈরী করবো; তেমনিভাবে হযরত ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কেও প্রতিশ্রুতি ছিল। তবু, বাইবেলে যে লিখা হয়েছে—এই প্রতিশ্রুতি ইসহাকের বংশধরদের দ্বারাই পূর্ণ হবে,—তা বস্তুতঃ লেখকের শত্রুতাসূচক প্রক্ষেপ। কেননা, যে কথাগুলি হযরত ইসহাকের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঠিক সেই সমস্ত কথাই হযরত ঈসমাইল সম্পর্কেও বলা হয়েছে। সুতরাং, প্রতিশ্রুতি কেবল ইসহাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাটা অর্থহীন, অযৌক্তিক। বাইবেলের বর্ণনামতে খোদার কালাম হযরত হাজেরার উপরেও অবতীর্ণ হয়েছিল; এবং তার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—"আমি তোমার বংশকে এত বেশী বৃদ্ধি করিব যে, তাহার সংখ্যাধিক্যতা গুনিয়া শেষ করা যাইবে না। ফেরেশতা তাঁহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম রাখিবে ইসমাঈল। কেননা, খোদা তোমার কান্না শুনিয়াছেন। সে একজন বুনুয়া বা বনবাসী মানুষ হইবে। তাহার হাত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হাত তাহার বিরুদ্ধে হইবে; এবং সে তাহার সকলের ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।"—(আদি পুস্তক ঃ ১৬-১০-১৩)

এই এলহাম হাজেরার (রাঃ) উপরে অবতীর্ণ হলেও ইহাকে মুসার (আঃ) ঐশী বাণীর মধ্যে শামিল করে নিয়ে ইহাকে খোদায়ী এলহাম বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই এলহাম বা ঐশীবানীও হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নিজের এলহামের মতই বনু-ইসরাইলের জন্য অবশ্য-মান্য। এই এলহামের মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে তা হচ্ছে—

১। হযরত ইসহাকের বংশধরদের মতই হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণও বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করবে, এমন কি সে সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।

২। এদেরকে এরূপ অসামান্য মর্যাদায় ভুষিত করা হবে যে সারা দুনিয়া এদেরকে ঈর্ষা করবে।

৩। সারা দুনিয়া এদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, কিন্তু তাতে পিছপা হবে না ; বরং তাদের তুলনায় সম্মাননার জিন্দেগী অতিবাহিত করবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জনা যায় যে, বনি-ইসমাঈলের জন্য এত ব্যাপক আকারে বিশ্ব জোড়া সম্মান, খ্যাতি ও মর্যাদা নির্ধারিত ছিল যে, সেজন্য দুনিয়ার বাদ বাকী সকল জাতিই তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে।

মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে নিজের জন্য এই দাবী পেশ করলেন যে, তিনি এমন মর্যাদা লাভ করবেন যে, সারা দুনিয়া তাঁকে হিংসা করতে থাকবে, বিশেষ করে বনুইসহাকেরা। এবং এটাও নির্ধারিত ছিল যে, খোদাতায়ালা তাঁকে সারা জগতের উপরে বিজয় দান করবেন। এই দাবীর মাধ্যমে তিনি (সাঃ) আসলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত হাজেরার ঐশীবাণী সমুহকেই পুরা করার দাবী পেশ করেছেন। যদি তিনি (সাঃ) আবির্ভূত না হতেন তাহলে, না পুরা হতো ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যা তিনি বনি-ইসমাইলের শানে করেছিলেন ; না পুরা হতো হাজেরার উপরে নোযেলকৃত ঐশীবাণী, যার উল্লেখ আছে বাইবেলে। ভাগ্য যে, রসুলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এই উভয় ঐশীবানীই পূর্ণ হয়েছে, এবং কুরআন করীম হয়েছে বাইবেলের সত্যায়নকারী অর্থাৎ ইহার ঐশীবানীকে সত্য রূপায়িতকারী।

বাইবেলে যে আছে—হযরত ইসহাকই হবেন সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী, যা করা হয়েছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে, তার একটা জওয়াব তো আমি প্রথমে দিয়ে এসেছি এই যে, বাইবেল মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়নি। বনু-ইসমাঈলের প্রতি বনু ইসহাকের ভীষণ দুশমনি ছিল। কাজেই, যে কিতাব জাহেলিয়তের যামানায় এক দীর্ঘ সময় ধরে তাদের হাতে ছিল, খোদা-ই জানেন তার মধ্যে তাঁরা কী কী রদবদল করে রেখেছেন। দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বাইবেলের যে সংস্করণ এজরা নবীর পরে ঐতিহাসিক যুগেই লেখা হয়েছিল তার মধ্যেও বহু এখতেলাফ বা স্ববিরোধীতা আছে। ইহুদীদের সামেরীদের এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেলের সংস্করণগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা পাওয়া যায়। যদিও মৌল ব্যাপারে এগুলি একমত তথাপি প্রচুর এখতেলাফ বিদ্যমান আছে। এই সকল বিরোধ-এখতেলাফ যখন ঐতিহাসিক যুগেই সম্ভব হতে পেরেছে, তখন খোদাতায়ালাই জানেন কি পরিমাণে হস্তক্ষেপ হয়েছিল ইহুদী কিতাবগুলিতে এজরা নবীর পুর্বে।

তাবৎ হস্তক্ষেপকে যদি উপেক্ষাও করা হয় তবু আমি বলবো যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বানীর প্রতি নজর রেখে যা নাকি হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সম্পর্কে বাইবেলে আজ পর্যন্ত

মজকুদ আছে আমরা সঙ্গতভাবেই একথা বলতে পারি যে, বাইবেলে যে বলা আছে— "কিন্তু আমার ওয়াদা আমি ইসহাকের সহিত কায়েম করিব, যাহাকে আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার জন্য জন্মদান করিবে"—এর তাৎপর্য শুধু এতটুকুই যে, এই প্রতিশ্রুতি প্রথমে ইসহাকের বংশধরদের মাধ্যমে পুরা হওয়া শুরু হবে। এবং হয়েছিল ও তাই ; এই ওয়াদা দীর্ঘকাল ধরে বনু ইসহাকের মাধ্যমে পুরা হয়ে আসছিল; পরবর্তীকালে খোদাতায়ালা ইহাকে বনু ইসমাইলের দিকে সরিয়ে দিলেন। এবং এটা এজন্যই হয়েছিল যে, ইসহাক (যার আল্লাহ্ প্রদত্ত উপাধি ছিল ইস্রাইল) যদিও ছোট ছিলেন তবু, খোদাতায়ালার ওয়াদা প্রথমে তারই বংশধরদের মধ্যে পুরা হওয়া শুরু হয়েছিল, কেননা যে নবুওত হযরত ইসমাইলের বংশধরদের পাওয়ার কথা ছিল, তা কখনও মনসুখ বা বাতিল হয়ে যাওয়ার ছিল না। এঁদের মধ্যেই যদি প্রথমে ওয়াদা পুরণ হওয়া শুরু হয়ে যেত তাহলে, বনু ইসাহক এই নেয়ামত থেকে বিলকুল বঞ্চিত থেকে যেত। কাজেই, আল্লাহতায়ালা বনু ইসরাইলকে প্রথমদিকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে নবুওতের নেয়ামত থেকে হিস্যা দান করেন, এবং পরে বনু ইসমাঈলের মধ্যে সেই নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি খাতামান্নাবিয়ীন হন এবং যাঁর শরীয়তকে অন্য কোন শরীয়ত দ্বারা রদ বা মনসুখ করার কথা নয় বরং যাঁর শাসন দুনিয়ার উপরে কেয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথা।

এ বিষয়ে অকাট্য দলীল এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য যে ওয়াদা ছিল তার মধ্যেই শামিল ছিলেন হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশধরগণও। এথেকেই পাওয়া যায় যে, যেভাবে প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল বান্দাদের পক্ষ থেকে খাৎনা করা, তেমনিভাবে খোদাতায়ালার তরফ থেকে প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল কেনানের হুকুমত দান করা। বাইবেলের উদ্ধৃতি আমি উপরে দিয়ে এসেছি তবু, এখানে বক্তব্যের উদ্দেশ্য পুরা করার জন্য আবার উল্লেখ করছি—"আমি তোমার সহিত পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশধরদের সহিত এই অঙ্গীকার করিতেছি—যাহা চিরকালের অঙ্গীকার হইবে যে, আমি তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের খোদা হইব। আর তুমি এই যে কেনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমার এবং তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্থায়ী অধিকারে দিব, আর আমি হইব তাহাদের খোদা। খোদা এব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমি এবং তোমার পরে তোমার বংশধররা পুরুষানুক্রমে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া চলিবে। তোমার সহিত ও তোমার ভাবী বংশধরদের সহিত কৃত আমার যে প্রতিশ্রুতি তোমরা পালন করিয়া চলিবে তাহা যে, এই তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের খাৎনা করিতে হইবে এবং তোমরা নিজেদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন (খাৎনা) কর—এবং ইহাই হইবে তোমার ও আমার মধ্যে কৃত প্রতিশ্রুতির চিহ্ন।"— (আদি পুস্তক-১৭ : ১১-৭)

এই উদ্বৃতি থেকে বিলক্ষণ বুঝা যাচ্ছে যে, খোদায়ী অঙ্গীকারের মূল অংশের দুটো দিক ছিল—একটি দিক ছিল আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, যাতে ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধরকে কেবানের বাদশাহী দেওয়ার ওয়াদা ছিল। অপরটি ছিল আলে-ইব্রাহিমের অর্থাৎ ইব্রাহিম

(আঃ)-এর বংশধরদের সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে ছিল খাৎনা করানোর প্রথার কথা। খোদা-তায়ালা ওয়াদা করেছিলেন যে, কেনান সব সময় আলে-ইব্রাহিমের হাতে থাকবে, পক্ষান্তরে আলে-ইব্রাহীমের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের পুরুষ সন্তানদের খাৎনা করবে। এমন একদিন এলো যখন খোদাতায়ালা কেনানকে ইহুদীদের হাত থেকে নিয়ে খ্রীষ্টানদেরকে দিয়ে দিলেন। তবু ঈসা (আঃ)ও যেহেতু ইস্রায়েলী নবী ছিলেন, সেহেতু এক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎদ্বানী অক্ষুন্নই ছিল, এবং কেনান বস্তুতঃ আলে-ইব্রাহীমের হাতেই ছিল। কিন্তু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের কিছু পর থেকে নিয়ে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ বৎসর কাল এই দেশ মুসলমানদের অধীনে ছিল। যদি বনু-ঈসমাইল আলে-ইব্রাহীমের ওয়াদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না-ই হয়, এবং তাদেরই অধীনে থাকে এই দেশটি তের শ বছর ধরে তাহলে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্যরূপে বাতিল প্রমাণিত হয়, কিন্তু খোদার কথা যেহেতু মিথ্যা হতে পারে না, সেহেতু ইহাই প্রমাণিত সত্য যে, বনু-ইসমাইলও বনু ইছহাকের ন্যায় ইব্রাহীমের ওয়াদার সমান অংশীদার।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, খোদাতায়ালার এই বাস্তবায়িত সাক্ষ্য থেকে পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, ইব্রাহীমী প্রতিশ্রুতির মধ্যে বনু ঈসমাইলও শামিল ছিল। একারণে এদের অধীনে কেনানের আসাটাও ঐশী প্রতিশ্রুতি পুরা হওয়ার ধারাবাহিকতার মধ্যেই ছিল। কাজেই এটাও মানতে হবে যে এলাহী ওয়াদার রূহানী অংশ অর্থাৎ খোদাতায়ালার তরফ থেকে নবুওত লাভ করা এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে ..... খাৎনা করা—বনু ইসমাঈলের জন্য পুরা হওয়া জরুরী ছিল। বস্তুতঃ ওয়াদার এই পূর্ণতা যতখানি বনু ইসমাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা খোদাতায়ালা এবং বান্দাগণের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়েছে মোহাম্মদুর রসুললুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্তায়। অন্যথায়, বনু ইসমাঈলের মধ্য থেকে অপর এমন কোন সত্তাকে পেশ করা হউক যার মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে কবীর', ১ম খণ্ড ইহতে অনুদিত] —শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

"সকল বরকত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে।" —ইলহাম, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

বাইবেলের নবীগণের সত্যায়নকারী
হজরত মোহাম্মদ (সাঃ)

—হযরত মীর্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ,
খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

(১) এক নম্বর তস্‌দিক বা সত্যায়ন ঃ—

কুরআন করিম ও মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম সত্যায়ন বা তস্‌দিক করেছেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালেমের সন্তান, যিনি বনি ইসমাঈলের তরক্কীর ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। যদি মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) না আসতেন এবং তাঁর উপরে অহী বা ঐশী বাণী অবতীর্ণ না হতো তাহলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন হতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেন যে, তাঁকে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন—"এবং ইসমাইলের ব্যাপারে আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম। দেখ, তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম, ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব; তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা উৎপন্ন হইবে, এবং আমি তাহাকে বড় জাতি বানাইব।" (আদিপুস্তক—১৭ ঃ ২০-২১)

এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জানা যায় যে, যেমন ইসহাকের বংশধরদের সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি ছিল যে ওদেরকে বহুগুণ বৃদ্ধি করবো এবং বরকত দান করবো, এবং ওদের থেকে বিশাল জাতি তৈরী করবো; তেমনিভাবে হযরত ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কেও প্রতিশ্রুতি ছিল। তবু, বাইবেলে যে লিখা হয়েছে—এই প্রতিশ্রুতি ইসহাকের বংশধরদের দ্বারাই পূর্ণ হবে,—তা বস্তুতঃ লেখকের শত্রুতাসূচক প্রক্ষেপ। কেননা, যে কথাগুলি হযরত ইসহাকের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ঠিক সেই সমস্ত কথাই হযরত ঈসমাইল সম্পর্কেও বলা হয়েছে। সুতরাং, প্রতিশ্রুতি কেবল ইসহাকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখাটা অর্থহীন, অযৌক্তিক। বাইবেলের বর্ণনামতে খোদার কালাম হযরত হাজেরার উপরেও অবতীর্ণ হয়েছিল; এবং তার মধ্যে হযরত ইব্রাহীম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—"আমি তোমার বংশকে এত বেশী বৃদ্ধি করিব যে, তাহার সংখ্যাধিক্যতা গুনিয়া শেষ করা যাইবে না। ফেরেশতা তাঁহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে; তাহার নাম রাখিবে ইসমাঈল। কেননা, খোদা তোমার কান্না শুনিয়াছেন। সে একজন বুনুয়া বা বনবাসী মানুষ হইবে। তাহার হাত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হাত তাহার বিরুদ্ধে হইবে; এবং সে তাঁহার সকলের ভ্রাতার সম্মুখে বসতি করিবে।"—(আদি পুস্তক ঃ ১৬-১০-১৩)

এই এলহাম হাজেরার (রাঃ) উপরে অবতীর্ণ হলেও ইহাকে মুসার (আঃ) ঐশী বাণীর মধ্যে শামিল করে নিয়ে ইহাকে খোদায়ী এলহাম বলেই সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এই এলহাম বা ঐশীবানীও হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) নিজের এলহামের মতই বনু-ইসরাইলের জন্য অবশ্য-মান্য। এই এলহামের মধ্যে যে বিষয়গুলো আছে তা হচ্ছে—

১। হযরত ইসহাকের বংশধরদের মতই হযরত ইসমাঈলের বংশধরগণও বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করবে, এমন কি সে সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।

২। এদেরকে এরূপ অসামান্য মর্যাদায় ভুষিত করা হবে যে সারা দুনিয়া এদেরকে ঈর্ষা করবে।

৩। সারা দুনিয়া এদের বিরুদ্ধাচরণ করবে, কিন্তু তাতে পিছপা হবে না ; বরং তাদের তুলনায় সম্মাননার জিন্দেগী অতিবাহিত করবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী থেকে জনা যায় যে, বনি-ইসমাঈলের জন্য এত ব্যাপক আকারে বিশ্ব জোড়া সম্মান, খ্যাতি ও মর্যাদা নির্ধারিত ছিল যে, সেজন্য দুনিয়ার বাদ বাকী সকল জাতিই তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে।

মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) এসে নিজের জন্য এই দাবী পেশ করলেন যে, তিনি এমন মর্যাদা লাভ করবেন যে, সারা দুনিয়া তাঁকে হিংসা করতে থাকবে, বিশেষ করে বনুইসহাকেরা। এবং এটাও নির্ধারিত ছিল যে, খোদাতায়ালা তাঁকে সারা জগতের উপরে বিজয় দান করবেন। এই দাবীর মাধ্যমে তিনি (সাঃ) আসলে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত হাজেরার ঐশীবাণী সমুহকেই পুরা করার দাবী পেশ করেছেন। যদি তিনি (সাঃ) আবির্ভূত না হতেন তাহলে, না পুরা হতো ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, যা তিনি বনি-ইসমাইলের শানে করেছিলেন ; না পুরা হতো হাজেরার উপরে নোযেলকৃত ঐশীবাণী, যার উল্লেখ আছে বাইবেলে। ভাগ্য যে, রসুলে করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে এই উভয় ঐশীবানীই পূর্ণ হয়েছে, এবং কুরআন করীম হয়েছে বাইবেলের সত্যায়নকারী অর্থাৎ ইহার ঐশীবানীকে সত্য রূপায়িতকারী।

বাইবেলে যে আছে—হযরত ইসহাকই হবেন সেই অঙ্গীকার পূর্ণকারী, যা করা হয়েছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে, তার একটা জওয়াব তো আমি প্রথমে দিয়ে এসেছি এই যে, বাইবেল মানুষের হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা পায়নি। বনু-ইসমাঈলের প্রতি বনু ইসহাকের ভীষণ দুশমনি ছিল। কাজেই, যে কিতাব জাহেলিয়তের যামানায় এক দীর্ঘ সময় ধরে তাদের হাতে ছিল, খোদা-ই জানেন তার মধ্যে তাঁরা কী কী রদবদল করে রেখেছেন। দূরে যাওয়ার দরকার নেই। বাইবেলের যে সংস্করণ এজরা নবীর পরে ঐতিহাসিক যুগেই লেখা হয়েছিল তার মধ্যেও বহু এখতেলাফ বা স্ববিরোধীতা আছে। ইহুদীদের সামেরীদের এবং খ্রীষ্টানদের বাইবেলের সংস্করণগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধীতা পাওয়া যায়। যদিও মৌল ব্যাপারে এগুলি একমত তথাপি প্রচুর এখতেলাফ বিদ্যমান আছে। এই সকল বিরোধ-এখতেলাফ যখন ঐতিহাসিক যুগেই সম্ভব হতে পেরেছে, তখন খোদাতায়ালাই জানেন কি পরিমাণে হস্তক্ষেপ হয়েছিল ইহুদী কিতাবগুলিতে এজরা নবীর পুর্বে।

তাবৎ হস্তক্ষেপকে যদি উপেক্ষাও করা হয় তবু আমি বলবো যে, ঐ সকল ভবিষ্যদ্বানীর প্রতি নজর রেখে যা নাকি হযরত ইসমাইল (আঃ)-এর সম্পর্কে বাইবেলে আজ পর্যন্ত

মজকুদ আছে আমরা সঙ্গতভাবেই একথা বলতে পারি যে, বাইবেলে যে বলা আছে— "কিন্তু আমার ওয়াদা আমি ইসহাকের সহিত কায়েম করিব, যাহাকে আগামী বৎসরের এই ঋতুতে সারা তোমার জন্য জন্মদান করিবে"—এর তাৎপর্য শুধু এতটুকুই যে, এই প্রতিশ্রুতি প্রথমে ইসহাকের বংশধরদের মাধ্যমে পুরা হওয়া শুরু হবে। এবং হয়েছিল ও তাই ; এই ওয়াদা দীর্ঘকাল ধরে বনু ইসহাকের মাধ্যমে পুরা হয়ে আসছিল; পরবর্তীকালে খোদাতায়ালা ইহাকে বনু ইসমাইলের দিকে সরিয়ে দিলেন। এবং এটা এজন্যই হয়েছিল যে, ইসহাক (যার আল্লাহ্ প্রদত্ত উপাধি ছিল ইস্রাইল) যদিও ছোট ছিলেন তবু, খোদাতায়ালার ওয়াদা প্রথমে তারই বংশধরদের মধ্যে পুরা হওয়া শুরু হয়েছিল, কেননা যে নবুওত হযরত ইসমাইলের বংশধরদের পাওয়ার কথা ছিল, তা কখনও মনসুখ বা বাতিল হয়ে যাওয়ার ছিল না। এঁদের মধ্যেই যদি প্রথমে ওয়াদা পুরণ হওয়া শুরু হয়ে যেত তাহলে, বনু ইসাহক এই নেয়ামত থেকে বিলকুল বঞ্চিত থেকে যেত। কাজেই, আল্লাহতায়ালা বনু ইসরাইলকে প্রথমদিকে একটা দীর্ঘ সময় ধরে নবুওতের নেয়ামত থেকে হিস্যা দান করেন, এবং পরে বনু ইসমাঈলের মধ্যে সেই নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, যিনি খাতামান্নাবিয়ীন হন এবং যাঁর শরীয়তকে অন্য কোন শরীয়ত দ্বারা রদ বা মনসুখ করার কথা নয় বরং যাঁর শাসন দুনিয়ার উপরে কেয়ামত পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার কথা।

এ বিষয়ে অকাট্য দলীল এই যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের জন্য যে ওয়াদা ছিল তার মধ্যেই শামিল ছিলেন হযরত ইসমাইলের (আঃ) বংশধরগণও। এথেকেই পাওয়া যায় যে, যেভাবে প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল বান্দাদের পক্ষ থেকে খাৎনা করা, তেমনিভাবে খোদাতায়ালার তরফ থেকে প্রতিশ্রুতির প্রকাশ্য নিদর্শন ছিল কেনানের হুকুমত দান করা। বাইবেলের উদ্ধৃতি আমি উপরে দিয়ে এসেছি তবু, এখানে বক্তব্যের উদ্দেশ্য পুরা করার জন্য আবার উল্লেখ করছি—"আমি তোমার সহিত পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবী বংশধরদের সহিত এই অঙ্গীকার করিতেছি—যাহা চিরকালের অঙ্গীকার হইবে যে, আমি তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের খোদা হইব। আর তুমি এই যে কেনান দেশে প্রবাস করিতেছ, ইহার সমুদয় আমি তোমার এবং তোমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের স্থায়ী অধিকারে দিব, আর আমি হইব তাহাদের খোদা। খোদা এব্রাহামকে আরও কহিলেন, তুমি এবং তোমার পরে তোমার বংশধররা পুরুষসানুক্রমে আমার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া চলিবে। তোমার সহিত ও তোমার ভাবী বংশধরদের সহিত কৃত আমার যে প্রতিশ্রুতি তোমরা পালন করিয়া চলিবে তাহা যে, এই তোমাদের প্রত্যেক পুরুষ সন্তানের খাৎনা করিতে হইবে এবং তোমরা নিজেদের লিঙ্গাগ্রচর্ম ছেদন (খাৎনা) কর—এবং ইহাই হইবে তোমার ও আমার মধ্যে কৃত প্রতিশ্রুতির চিহ্ন।"— (আদি পুস্তক-১৭ : ১১-৭)

এই উদ্ধৃতি থেকে বিলক্ষণ বুঝা যাচ্ছে যে, খোদায়ী অঙ্গীকারের মূল অংশের দুটো দিক ছিল—একটি দিক ছিল আল্লাহতায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক-যুক্ত, যাতে ইব্রাহিম (আঃ)-এর বংশধরকে কেনানের বাদশাহী দেওয়ার ওয়াদা ছিল। অপরটি ছিল আলে-ইব্রাহিমের অর্থাৎ ইব্রাহিম

(আঃ)-এর বংশধরদের সঙ্গে যুক্ত, যার মধ্যে ছিল খাৎনা করানোর প্রথার কথা। খোদা-তায়ালা ওয়াদা করেছিলেন যে, কেনান সব সময় আলে-ইব্রাহিমের হাতে থাকবে, পক্ষান্তরে আলে-ইব্রাহীমের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে, তারা তাদের পুরুষ সন্তানদের খাৎনা করবে। এমন একদিন এলো যখন খোদাতায়ালা কেনানকে ইহুদীদের হাত থেকে নিয়ে খ্রীষ্টানদেরকে দিয়ে দিলেন। তবু ঈসা (আঃ)ও যেহেতু ইস্রায়েলী নবী ছিলেন, সেহেতু এক্ষেত্রেও ভবিষ্যৎদ্বানী অক্ষুন্নই ছিল, এবং কেনান বস্তুতঃ আলে-ইব্রাহীমের হাতেই ছিল। কিন্তু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের কিছু পর থেকে নিয়ে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৩০০ বৎসর কাল এই দেশ মুসলমানদের অধীনে ছিল। যদি বনু-ঈসমাইল আলে-ইব্রাহীমের ওয়াদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না-ই হয়, এবং তাদেরই অধীনে থাকে এই দেশটি তের শ বছর ধরে তাহলে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অকাট্যরূপে বাতিল প্রমাণিত হয়, কিন্তু খোদার কথা যেহেতু মিথ্যা হতে পারে না, সেহেতু ইহাই প্রমাণিত সত্য যে, বনু-ইসমাইলও বনু ইছহাকের ন্যায় ইব্রাহীমের ওয়াদার সমান অংশীদার।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, খোদাতায়ালার এই বাস্তবায়িত সাক্ষ্য থেকে পরিস্কার হয়ে উঠেছে যে, ইব্রাহীমী প্রতিশ্রুতির মধ্যে বনু ঈসমাইলও শামিল ছিল। একারণে এদের অধীনে কেনানের আসাটাও ঐশী প্রতিশ্রুতি পুরা হওয়ার ধারাবাহিকতার মধ্যেই ছিল। কাজেই এটাও মানতে হবে যে এলাহী ওয়াদার রূহানী অংশ অর্থাৎ খোদাতায়ালার তরফ থেকে নবুওত লাভ করা এবং বান্দাদের পক্ষ থেকে ..... খাৎনা করা—বনু ইসমাঈলের জন্য পুরা হওয়া জরুরী ছিল। বস্তুতঃ ওয়াদার এই পূর্ণতা যতখানি বনু ইসমাইলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তা খোদাতায়ালা এবং বান্দাগণের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হয়েছে মোহাম্মদুর রসুললুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্তায়। অন্যথায়, বনু ইসমাঈলের মধ্য থেকে অপর এমন কোন সত্তাকে পেশ করা হউক যার মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে কবীর', ১ম খণ্ড ইহতে অনুদিত] —শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

"সকল বরকত হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হইতে।" —ইলহাম, হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ)

বস্তুতঃ নবুয়তে মুহাম্মদীয়া আপন সকল গুণে ও বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ ও পরিণত। ফয়জান বা কল্যাণ প্রবহমানতা উহার অন্যতম বৈশিষ্ট। এ বৈশিষ্ট্যে মুহাম্মদী নবুয়ত একক মর্যাদার অধিকারী।

পীর-মুর্শিদের ফয়জানের বরকতে মুরীদ সাহেবরা যদি পীর-মুর্শিদ হইতে পারেন, তেমনি ভাবে উলেমা 'নায়েবে রসুল' হইতে পারেন, তাহলে পূর্ণ নবীর পূর্ণ ফয়েজ ও রহমতের বরকতে অন্ততঃ একজন উম্মত কুরআনের অধীন গয়ের শরীয়তি উম্মতি নবী হইতে পারে না কি? এপ্রশ্নের অবকাশ কি থাকিয়া যায় ?

কোরআন করীমে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-কে "খাতামান্নাবীয়ীন"-এর সর্বোচ্চ প্রশংসা সূচক উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে :

ولكن رسول الله وخاتم النبيين

অর্থাৎ—'তিনি আল্লাহর রসুল এবং খাতামান্নবীয়ীন ('নবীগণের মোহর')।"

(সুরা আহযাব, ৫ম রুকু)

শাইখুল-ইসলাম মৌলানা শব্বীর আহমদ উসমানী এবং জনাব মৌলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী তাঁহাদের কুরআন অনুবাদে খাতামাননীয়ীন-এর অর্থ করিয়াছেন "মোহর নবীগণের উপরে" এবং উহার নিম্নরূপ ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—

"بدیں لحاظ ہم کہ سکتے ہیں کہ آپ رتبی و زمانی ہر حیثیت سے خاتم النبیین ہیں - اور جن کو نبوت ملی ہے آپ ہی کی مہر لگ کر ملی ہے" - (قرآن مترجم علامہ عثمانی - زیر آیت خاتم النبیین)

অর্থ—"এই হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে তিনি (সাঃ) মর্যাদা এবং জামানা উভয় দিক হইতে "খাতামান-নবীয়ীন' এবং যাঁহারা নবুওত-প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা তাঁহারই (সাঃ) মোহর লাগিয়া নবী হইয়াছেন।"

হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ) বলিয়াছেন :

انى مكتوب عند الله خاتم النبيين وان ادم لمنجدل بين الماء و الطين

"আমি তখনও "খাতামান-নবিয়ীন' ছিলাম, যখন অদম পানি ও কাদায় মিশ্রিতাবস্থায় (সৃষ্ট হইতে) ছিলেন।" (মুসনাদ আহ্মদ বিন হাম্বল ও কাঞ্জুল উম্মাল ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১২২)

উক্ত হাদিস এবং 'খাতামান-নবিয়ীন' শব্দের উল্লিখিত ব্যাখ্যার দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, 'খাতামান নবীয়ীন-এর অর্থ—নবীগণের এরূপ মোহর, যদ্বারা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীকে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী বুজুর্গানে-দ্বীন ও তফসীরকারগণের মধ্য থেকেও দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, ইমাম শওকানী 'খাতামানন্নীয়ীন'-এর একই অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন :

اذ صار خاتم النبيين لهم الذى يختمون به و يتزينون بكونه منهم
(تفسير فتح القدير زير آيت خاتم النبيين)

অর্থাৎ—"তিনি (সাঃ) নবীগণের মোহর স্বরূপ হইলেন, যাঁহার দ্বারা সকল নবীগণ মোহরাঙ্কিত (সত্যায়িত ও কল্যাণমণ্ডিত) হইয়া থাকেন এবং তিনি তাঁহাদের অন্যতম হওয়ায় তাঁহারা শোভা মণ্ডিত হন।" (তফসির ফাতহুল কাদীর, খাতামান নবীয়ীন—আয়াত প্রসঙ্গে)

উক্ত হাদীস ও তফসীর হইতে একথা পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হইল যে খাতামান-নবীয়ীনের অর্থ—নূয়ত-কল্যাণ-বর্ষী বা নবী সৃষ্টিকারী মোহর'। তবে মতানৈক্য শুধু এটুকু থাকিয়া যায় যে, সেই মোহর, যাহা হাদিস অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী সৃষ্টি করিয়াছে, উহা কি এখন (মায়াযাল্লাহ্) নিষ্ক্রীতায় পর্যবসিত হইয়াছে, অথবা উহা এখনও ক্রিয়াশীলতায় সক্ষম ও কার্যকারী রহিয়াছে? তিনি যেহেতু আজও খাতামান্নবীয়ীন, যেমন তিনি আদিতেও ছিলেন, সেইহেতু তাঁহার মোহর এখনও অটুট ও অক্ষয় আছে, উহার ছাপ ও কার্যকারিতা অক্ষুন্ন ও সক্রিয় রহিছে এবং উহা এখনও প্রয়োজনে নবী বানাইতে পারে, যেরূপ পূর্বেও এই মোহর লাগিয়া কমপক্ষে লক্ষাধিক নবী হইয়াছিলেন যাঁহাদের কেহ কেহ মে রাজের বর্ণমানুযায়ী সপ্তম আকাংশ উন্নীত হইয়াছেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উক্তি এবং উম্মতের অবশ্য-মান্য সর্ব-স্বীকৃত ইমাম ও বুজুর্গানের অভিমত অনুযায়ী আহ্মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে, সৈয়দুল-আওয়ালীন ওয়াল আখেরীন (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের নেতা ও প্রভু) নবী-শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর ফয়যান (আধ্যাত্মিক ক্রিয়াশীলতা ও কল্যাণ-প্রবাহ) আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবহমান এবং তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অনুবর্তিতা ও তাঁহার প্রেম ও পায়রবীতে আত্মবিলীনতার পবিত্র দ্বার দিয়াই আল্লাহ্তায়ালার প্রীতি ও সর্বপ্রকারের পুরস্কার লাভ করা সম্ভব, অন্যথায় নহে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্তায়ালা নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর নূয়তের ফয়যানের উল্লেখিত উচ্চতম মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কথা 'খাতামান-নবিয়ীন' সম্পর্কিত আয়াত ব্যতীত আরও কতিপয় আয়াতে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত আয়াতেও উহার ঘোষণা করা হইয়াছে :

يا ايها النبى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا ٥ و بشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ٥

(الاحزاب : ٤٦-٤٨)

অর্থ—"হে নবী! নিশ্চয় আমরা তোমাকে শাহেদ (অর্থাৎ সকল সত্য ও সত্যবাদীর ব্যাপারে সাক্ষ্যদাতা ও তত্বাবধায়ক) রূপে, (মুমেন ও বিশ্বাসীগণের জন্য মহান কল্যাণ ও পুরস্কার লাভের) সুসংবাদাতা স্বরূপ ; (অস্বীকারকারী ও অবিশ্বাসীগণের জন্য) সতর্ককারী হিসাবে ও আল্লাহ্র দিকে তাঁহার নির্দেশানুক্রমে আহ্বানকারী এবং ভাস্বর ও প্রজ্জল প্রদীপ বা সূর্য স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছি। এবং (হে নবী,) মুমেনদিগকে এই শুভ-সংবাদ দিয়া দাও যে তাহাদের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে মহান কল্যাণ নির্ধারিত রহিয়াছে।"

(সুরা আহ্যাব, ৪৬—৪৭ আয়াত)

সুরা আহ্যাবে খাতামান-নবীয়ীন সংক্রান্ত আয়াতের পরে পরেই উক্ত আয়াতে তাঁহাকে 'সিরাজান-মুনিরা'—'প্রজ্জল প্রদীপ বা সূর্য' বলিয়া অখ্যায়িত করিয়া তাঁহার ফয়জান তথা মহান কল্যাণ-বিতরণকারী শক্তির স্পষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহার স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়ায় যে মুহাম্মাদী নবুয়ত এরূপ আলোকোজ্জল প্রদীপ বা সূর্য, যাহা চন্দ্র, নক্ষত্র ও উপগ্রহগুলিকে আলোকিত করার ন্যায় তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে রুহানীভাবে আলোকিত ও কল্যাণমণ্ডিত করিতে থাকিবে। পূর্ববর্তী তফসীরকারদের মধ্যে হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যারকানীও (রহঃ) উক্ত অর্থই করিয়া গিয়াছেন :

قال القاضى ابو بكر بن العربى قال علماؤنا سمى سراجا لان السراج الواحد يوخذ منه سرج الكثيرة و لا ينقص من ضوئه شئى -
(زرقانى شرح مواهب اللدنية جلد ص ٧١، ص ١٧٣)

অর্থ—"কাজী আবুবকর ইবনুল আরবী বর্ণনা করেন, আমাদের উলামা বলেন যে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে 'সেরাজ' (প্রদীপ) এজন্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে যে, একটি প্রদীপ হইতে অপরাপর অসংখ্য প্রদীপ আলোকিত করা হয়, এতদসত্ত্বেও সেই প্রদীপের নিজস্ব আলোকে কোনও অভাব বা ত্রুটি ঘটে না।"

(যারকানী, শারাহ্, মুয়াহেবুল -লাদুন্নিয়া, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৭১)

উল্লেখ্য যে, সর্বসাধারণের মধ্যে ভুলবশতঃ যেমন আরও বহু রকম ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদের প্রচলন ঘটিয়াছে, তেমনি রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর ফয়জান বা কল্যাণপ্রবাহ সম্পর্কিত অন্যতম বৈশিষ্টের ধারাবাহিকতার রুদ্ধতা ও বিচ্ছিন্নতা সূচক ভয়ঙ্কর বিভ্রান্তিও ঘটিয়াছে. আর ভুল বশতঃ ফয়জানে-মুহাম্মদীর বিচ্ছিন্নতার প্রমাণ হিসাবে ধরা হইয়াছে 'খাতামান-নাবীয়ীন' শব্দটিকে অথচ সুরা আহযাবে একই সঙ্গে আল্লাহতায়ালা রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে 'সিরাজাম মুনিরা' বলিয়া তাঁহার কল্যাণ-প্রবহমানতার ঘোষণা করিয়া মুমেনদের জন্য মহান কল্যাণ ও পুরস্কার লাভের সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তেমনিভাবে, এক মাত্র রসুলুল্লাহ্ (সাঃ -এর পায়রবী ও অনুবর্তিতায় আল্লাহ্র প্রীতি-সূচক সকল প্রকারের কল্যাণ ও পুরস্কার লাভের স্পষ্ট ঘোষণা নিম্নলিখিত আয়াতেও করা হইয়াছে :

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله و يغفر لكم ذنوبكم
(سورة ال عمران : ٣١)

অর্থ—"বলিয়া দাও (হে রসুল,) যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহা হইলে আমার পয়রবী ও অনুবর্তিতা কর, ফলে আল্লাহ্ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন ও তোমাদের ভুল-ত্রুটি মোচন করিবেন।" (আলে-ইমরান, ৩১ আয়াত)

অফুরন্ত কল্যাণবর্ষী মুহাম্মদী নবুয়তের অনুবর্তিতায় আল্লাহ্র প্রীতি ও ভালবাসা সূচক পুরস্কার সমূহ, যথা—সালেহিয়ত শাহাদাত, সিদ্দিকিয়ত ও নবুওত লাভের খোলাখুলি বর্ণনা ও বিশ্লেষণ নিম্নরূপ আয়াতে ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে :

و من يطع الله و الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن اولئك رفيقا ٥ ذلك الفضل من الله - و كفى بالله عليما ٥ (سورة النساء : ٧٠-٧١)

অর্থ "যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসুল (মুহাম্মদ-সাঃ)-এর অনুবর্তিতা করিবে তাহারা, আল্লাহ যাহাদিগকে নবী সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহ রূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন, তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ও তাহাদের সহিত সমমর্যাদায় সমাসীন হইবে। তাহারা পরস্পর উত্তম সাথী। ইহা আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সেই মহান কল্যাণ (যাহা পূর্ববর্তী আয়েতে মুহাম্মদ সাঃ-এর অনুবর্তিতার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রদানের ওয়াদা করা হইয়াছে)। অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্ই যথেষ্ট।"
(সুরা আল-নেসা, নবম রুকু, আয়াত ৭০-৭১) (ক্রমশঃ)

—মোঃ আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ,
সদর মুরুব্বী।

সংবাদ ঃ

কাদিয়ান ও রাবওয়ায় বিশ্ব-সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ হইতে যোগদান

রাবওয়ায় জামাত আহ্‌মদীয়ার বিশ্ব-সালানা জলসা ২৬, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং তারিখে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ঐতিহ্যপূর্ণ সমারোহে পূর্ণ সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এবার বাংলাদেশ হইতে মহ্‌তারম মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব, আমীর বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া সহ নিম্নলিখিত ভ্রাতা ও ভগ্নী যোগদান করেন ঃ

১। জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রাম জামাত।
২। মিসেস মোখতার বানো, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাউল্লাহ্‌, চট্টগ্রাম।
৩। জনাব ফরিদ আহ্‌মদ সাহেব, চট্টগ্রাম।
৪। মিসেস ফরিদ আহ্‌মদ, চট্টগ্রাম।
৫। জনাব মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব, চট্টগ্রাম।
৬। মিসেস মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম।
৭। কওসার আহ্‌মদ, পিতা—জনাব আহ্‌মদুর রহ্‌মান, চট্টগ্রাম।

কাদিয়ানে ১৮, ১৯ ও ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং পূর্ণ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত জামাত আহ্‌মদীয়ার বিশ্ব-সালানা জলসায় এবার বাংলাদেশ হইতে দিনাজপুর জেলার হেলেঞ্চাকুড়ি জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বজলুর রহমান সাহেব যোগদানের তওফিক লাভ করেন।

উভয় জলসার বিস্তারিত সংবাদ এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই।

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং রবিবার ঢাকা দারুত তবলীগস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। মোহতারম নায়েব আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার উদ্বোধনী ভাষণ ও দোওয়ার সহিত ইজতেমার কার্যক্রম সকাল ৮ঘটিকা হইতে মাগরিব পর্যন্ত অব্যহত থাকে। কোরআন করীমের তেলায়ওত, নজম পাঠ, দ্বীনী সাধারণ জ্ঞান ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারী সদস্যাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ডঃ আব্দুস সালাম পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পক্ষ হইতে উচ্চতম সম্মান সূচক পদক—'নিশানে ইমতিয়াজ-এ ভূষিত ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অনারারী ডিগ্রী প্রদান

পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তান তথা মুসলিম জাহানের গৌরবের পাত্র পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসার ডঃ আব্দুস সালামকে তাঁহার দেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি সূচক কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ পাকিস্তানের সর্বোচ্চ পদক—'নিশানে ইমতিয়াজ'-এ ভূষিত করেন। একথা সরকারী হ্যাণ্ড-আউটে বলা হয়, যাহা কেবিনেট ডিভিশনের পক্ষ হইতে ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং প্রচার করা হয়।

তেমনিভাবে, ১৮ই ডিসেম্বর, ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রফেসার সালামকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অনারারী ডিগ্রী প্রদান করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউল হক স্বয়ং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। একদল উশৃংঙ্খল ধর্মান্ধ ছাত্রদল বাধার সৃষ্টি করিলে ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষ দমনে পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করিতে হয়। এসব ঘটনা সত্বেও ডঃ সালামকে ডিগ্রী প্রদান করা হয়। খবর রয়টারের।

ডঃ সালামের ইসলামী পোষাকে পুরস্কার গ্রহণ

ষ্টকহালম (সুইডেন)—১০ই ডিসেম্বর, এবছরের নোবেল পুরস্কার বিতরণী আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে অন্যান্য সকলের সহিত প্রফেসার সালাম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত অনুষ্ঠানে ইসলামী (জাতীয়) পোষাক—কালো শেরওয়ানী, সাদা শেলোয়ার এবং শুভ্র পাগড়ী পরিহিত ছিলেন। সুইডেনের সম্রাট কার্ল গস্তাফ পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর সম্রাটের পক্ষ হইতে ইওয়ার্ড প্রাপ্তগণের সম্মানে আয়োজিত নৈশভোজেও ডঃ সালাম শরীক হন।

উল্লিখিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পূর্বে নোবেল পুরস্কার ফাউণ্ডেশন বোর্ডের চেয়ারম্যান সুনবার্গ ষ্ট্রাম ভাষণ দিতে গিয়া এবারে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত গ্রীক কবি ওডেসিস এ্যালিথেনের নিম্নরূপ কয়েকটি ছন্দ উদ্ধৃত করেন ঃ

"বৈজ্ঞানিক উন্নতির শক্তি এত প্রবল যে আমরা আশাবাদী যে, পরিশেষে আমাদের সমস্যা-জর্জরিত বিশ্বে আল্লাহ্তায়ালার মহাশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই স্বীকৃতি লাভ করিবে।"

রাবওয়ায় আহমদীয়তের কৃতি সন্তান

প্রফেসার সালাম

১৬ই ডিসেম্বর, মোহ্তারম প্রফেসার আব্দুস সালাম নোবেল পুরস্কার লাভের পর প্রথম আহ্মদীয়া জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়ায় আগমন করিলে প্রায় ৫ হাজার রাবওয়াবাসী বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব মেঃ মাহ্মুদ আহমদ সাহেব সর্ব প্রথম তাঁহাকে মাল্যভুষিত করেন।

এই উপলক্ষে মজলিস খোদ্দামুল আহ্মদীয়ার দুইটি ব্যাজের কথা উল্লেখযোগ্য। একটিতে লিখা ছিল, "আহ্লান ও সাহ্লান ও মারহবা" (অর্থাৎ—শুভ স্বাগতম), আর একটিতে লিখা ছিল হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর এলহামী ঘোষণা, "আমার সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা এল্ম ও মা'রেফতে, বিদ্যা ও জ্ঞান-তত্বে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে।"

প্রফেসার আব্দুস সালাম রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত আহ্মদীয়া জামাতের ৮৮তম আন্তর্জাতিক সালানা জলসায় যোগদান করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যাতায়াতের জন্য একটি স্পেশাল হেলিকপ্টার দেওয়া হইয়াছে এবং পাকিস্তানে তাঁহার আগমনে সর্বত্রই তাঁহাকে খুবই আদর-আপ্যায়ন ও সম্মান প্রদান কর হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক ড: সালামের প্রতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতির

অভিনন্দন জ্ঞাপন

"তিনিই প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিক-এর গৌরবময় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন"

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব মুহাম্মদ আবু তাহের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আবদুস সালামকে অভিনন্দন জানিয়ে গতকাল এক তারবার্তা প্রেরণ করেন। তারবার্তায় তিনি বলেন, পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক আবদুস সালাম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় সমগ্র বিশ্বে তিনিই প্রথম মুসলিম বৈজ্ঞানিক-এর গৌরবময় কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের সূচনা লগ্নে তাঁর এ কৃতিত্ব সমগ্র মুসলিম জাহানের বৈজ্ঞানিকদের জন্য বিজ্ঞান চর্চার এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

—[দৈনিক সংগ্রাম : ২১শে নভেম্বর, ৭৯ইং]

নোয়াখালী জিলায় খৃষ্টান মহলে ইসলাম প্রচার

ঢাকা হইতে জনাব মাজহারুল হক সাহেব, জনাব আব্দুল জলিল ও আমিরুল ইসলাম সহ ৮, ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর তিন দিন ব্যাপী নোয়াখালী জেলার চৌমহনী, জেলা শহর মাইজদী ও সোনাপুর এলাকায় বিজ্ঞাপন ও পুস্তকাদি বিতরণ, পথসভা ও ঘরোয়া আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার ফজলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। সোনাপুরস্থ গীর্জার পাদ্রী ফাদার গিলবার্ট সাহেবের সহিতও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে আহমদী জামাতের পরিচয় পাইয়া তিনি আলোচনা অব্যাহত রাখিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া ক্ষমা চাহেন। আহমদীয়া জামাতের তরফ হইতে খৃষ্টানদের মোকাবিলা করায় স্থানীয় মুসলিম জনসাধারণ খুবই উৎসাহ প্রকাশ করেন।

সংকলন ও অনুবাদ : মোঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

"মুহাম্মদীয় নবুয়ত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুয়তের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহারই পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পুণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদাতায়ালায় সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণীলাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না। কেননা, এখন মুহাম্মদীয় নবুয়ত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়তের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না। অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হয়েন।" (তজাল্লিয়াতে-ইলাহিয়া পৃঃ ২৬)

—হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ)।

'আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কুরআন

'প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী'-এর উত্তর

আহমদীয়া জামাত ইং ১৮৮৯ সালে (হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) পবিত্র কুরআন, হাদিস ও অবশ্য-মান্য সকল বুজুর্গানে-দ্বীনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক অধপতন ও অবক্ষয়ের এবং জগৎব্যাপী পাশ্চাত্য ইয়াজুজ-মাজুজী ও দাজ্জালী খ্রীষ্টিয় দনব-শক্তি সমূহের প্রাদুর্ভাবের ও প্রসারের যামানায় প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) কর্তৃক পবিত্র কুরআন-হাদিস ভিত্তিক যুক্তি-প্রমাণ ও জীবন্ত নিদর্শনাবলীর দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ঐশী পরিকল্পনায়, ইসলামের উপর পরিচালিত সকল অভিযোগ ও আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইসলামকে উহার অনাবিল সৌন্দর্য-শক্তিতে সারা বিশ্বে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। এই জামাত আল্লাহ্‌তায়ালার চিরাচরিত অমোঘ বিধান অনুযায়ী তাঁহার স্বহস্তে স্থাপিত ইলাহী জামাত। এলাহী জামাতকে চিরকালই সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় চরম বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। আহমদীয়া জামাতের ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। উম্মতে হযরত ইমাম হুসেন (রাঃ), ইমাম বোখারী, ইমাম আবু হানিফা হইতে লইয়া মনসুর হাল্লাজ (রহমতুল্লাহ্‌ আলাইহিম) পর্যন্ত সকল মুজেদ্দিদ ও অগণিত বুজুর্গানের বিরুদ্ধে সকল যুগেই এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ কুমন্ডলবীদের কুফরী ফতোয়াবাজীর আঘাত হানা হইয়াছে। ইমাম মাহ্‌দীকে ও তাঁহার জামাতকেও বিশেষভাবে কুফরী ফতোয়া ও জঘন্য মিথ্যা অপবাদের শিকারে পরিণত করা হইবে বলিয়া পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং বুজুর্গানে-দ্বীনের স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তদনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাত উহার ভিত্তি পত্তনের প্রথম দিন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি চরম বিরোধিতা, অলীক ও ডাহা মিথ্যা অপবাদ, অশ্লীল গালি-গালাজ এবং পাহাড় সমান বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। আর এসবকিছু অতিক্রম করিয়া উহার অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে তথা সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার উহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় স্বীয় বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া চলিয়াছে। প্রতিশ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের স্বর্গীয় নেতৃত্বাধীন তাহাদের সংখ্যা এপর্যন্ত এক কোটিকেও ছাড়াইয়াছে; জগৎ ব্যাপী ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র সমূহ প্রতিষ্ঠিত ও সক্রিয় রহিয়াছে, আন্তর্জাতিক ভাষা এ্যাসপারেন্টো সহ ২০টি প্রধান প্রধান ভাষায় পবিত্র কুরআনের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হইয়াছে, বিদেশে বিশেষতঃ খ্রীষ্টান দেশগুলিতে ৫১২টি মসজিদ, ৬২টি স্কুল-মাদ্রাসা-কলেজ এবং অনেকগুলি হাসপাতাল কায়েম হইয়াছে, বিভিন্ন ভাষায় বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পাইতেছে ও অগণিত ইসলামী লিটারেচার পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ ও প্রচার হইতেছে এবং বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত মুবাল্লেগ অদম্য উদ্দীপনায় ইসলামের শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও পবিত্র শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রত্যক্ষ সাহায্যে কার্যকর ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করিয়া চলিয়াছেন। এসবই এই ইলাহী সিলসিলার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

খ্রীষ্টানদের নিজস্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছর হইতে পরিচালিত জোর তৎপরতা ও প্রসারতাকে লক্ষ্য করিয়া বিভিন্ন মহলের উদ্বেগ এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক সকল মহলের নিষ্ক্রীয় ভূমিকার প্রেক্ষিতে আহমদীয়া জামাত ইদানীং দুই একটি দৈনিক পত্রিকায় খ্রীষ্টানদের মোকাবেলায় বিনয় ও শালীনতার সহিত যুক্তি ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি বিজ্ঞাপনাকারে প্রচার করে। ফলে একশ্রেণীর ধর্মীয় ছদ্মবেশী মহল সক্রিয় ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত দেশ-প্রেমিক শান্তিপ্রিয় আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে গর্হিত মিথ্যা অপবাদ, অশ্লীল ভাষায় হ্যাণ্ডবিল এবং পত্রিকায় পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের জন্য ইহা আশ্চার্য্যের কিছুই নয়। উক্ত শ্রেণীটির ইহা চিরাচরিত রীতি। ইহা তাহাদের একমাত্র অশুভ অস্ত্র যাহা আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে সব সময়ই উক্ত মহলটির পক্ষ হইতে ব্যবহার করা হইয়া আসিতেছে।

আহমদীয়া জামাত কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'—ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ, রসুলুল্লাহ্‌র কল্যাণবর্ষী পূর্ণ শরিয়তবাহী চিরস্থায়ী শেষ নবুওত, কোরআন এবং ইসলামের সকল সর্বসম্মত আকীদা ও আদর্শে অবিচল বিশ্বাসের অধিকারী। (আহ্‌মদীর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠাদ্বয় এবং পৃঃ ২৭ দ্রষ্টব্য)

দৈনিক ইত্তেফাকের ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৭৯ ইং সংখ্যায় চিঠিপত্র-কলমে ওলামায়ে কেরাম-এর পক্ষে (হযরত মাওলানা) মোহাম্মদুল্লাহ (হাফেজজী হুজুর)-এর তরফ হইতে "প্রতিবাদ ও সতর্কবাণী" শিরোনামে একটি পত্র ছাপা হইয়াছে। উহাতে তিনি বিগত ১৪-১২-৭৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে '১৪০০ হিজরী' ক্রোড়পত্রে 'বিশ্বনবী ও বিশ্বধর্ম' শিরোনামে আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ-এর পক্ষ হইতে একটি প্রকাশিত প্রবন্ধে হযরত মীর্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত মোজাদ্দিদরূপে দেখান হইয়াছে বলিয়া, লিখিয়াছেন যে :— (অবশ্য মুজাদ্দিদরূপে দেখানোকে অকারণে বিদ্বেষ বশতঃ তিনি বা তাঁহারা 'অতি চাতুর্যপূর্ণ ও ধূর্ততা' বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন) :—

"মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর পরে কোন নবী আসিবেন না বলিয়া প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান বিশ্বাস করেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (দঃ) এরশাদ করিয়াছেন— 'আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আসিবে। তাহাদের প্রত্যেকেই দাবী করিবেন যে সে আল্লাহ্‌র নবী ; অথচ আমি শেষ নবী, আমার পর কোন নবী নাই।"

উক্ত পত্রের ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়া তিনি ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যেহেতু রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শেষ নবী সেজন্য উম্মতে গ্লানি দুর করার এবং ইসলামের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্য মুজাদ্দিদও আসিতে পারিবেন না। তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আবু দাউদ ২য় খণ্ডে বর্ণিত প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে মুজাদ্দিদগণের আবির্ভাব সংক্রান্ত নিম্নলিখিত হাদিসটি এবং তদনুযায়ী প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে সমাগত মুজাদ্দিদগণের আগমনকে তিনি কি মিথ্যা বলিতেছেন এবং অস্বীকার করিতেছেন? হাদিস :

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ـ

(ابو داؤد جلد ۲ كتاب الملاحم)

অর্থ—"নিশ্চয় আল্লাহ্‌তায়ালা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য তাহাদের ধর্মের সংস্কারার্থে মুজাদ্দিদগণকে পাঠাইতে থাকিবেন।"

উক্ত হাদিস অনুযায়ী উম্মতে সমাগত মুজাদ্দিদগণের তালিকা হিঃ ১২৯১ সনে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খান প্রণীত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'হুজাজুল কিরামা'-এর ১৩৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের অন্যতম কয়েকজনের প্রসিদ্ধ ও জনবিদিত নাম দেওয়া গেল ঃ মুজাদ্দিদ আলফে-সানী হযরত আহমদ সারহেন্দী (রহঃ), সৈয়দ আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ), শাহ্ ওলিউল্লাহ (রহঃ), সৈয়দ আহমদ বরেলবী (রহঃ), তের শতাব্দীর মুজাদ্দিদ পর্যন্ত উক্ত তালিকায় বর্ণিত আছে।

সুতরাং এই উম্মতে মুজাদ্দিদগণের আবির্ভাব অস্বীকার করা ইসলাম বিরোধী কথা। এজন্য আমরা ইহার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি এবং দোওয়া করিতেছি যে, আল্লাহ্তায়ালা সকলকে এরূপ অস্বীকার ও বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করুন। আমিন।

এরপর, পবিত্র হাদিস অনুযায়ী চৌদ্দ শতাব্দীতেও মুজাদ্দিদের আবির্ভাব জরুরী ছিল। চৌদ্দ শতাব্দীর এখন শেষ বছর চলিয়া যাইতেছে। এই চলিয়া যাওয়া শতাব্দীর মুজাদ্দিদ কে এবং কোথায়? হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ) ছাড়া অন্য কেহ কি আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবী করিয়াছেন? কেহ কি তাহা বলিয়া দিতে পারিবেন? না, কখনও না। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআন, হাদিস এবং উম্মতের সর্বসম্মত মত ও ভবিষ্যদ্বানী এই ছিল যে চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমনকারী মুজাদ্দিদই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী হইবেন। (দেখুন, হুজাজু কেরামাহ পৃঃ ১৩৯ এবং আরও অনেক গ্রন্থ)

আল্লাহতায়ালা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহদী হিসাবে (যাহাকে অপরাপর প্রমাণ্য হাদিসে মসীহ ও ঈসা নবীউল্লাহও বলা হইয়াছে) প্রত্যাদিষ্ট করিয়া ইসলামের সকল ভবিষ্যদ্বানী ও ভবিতব্য পূর্ণ করিলেন। উম্মতের সর্বসম্মত নির্ধারিত সময়ে তিনি ছাড়া আর কে দাবী করিয়াছেন? আর কাহার দাবী, কার্য ও জামাত সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী সহকারে টিকিয়া আছে ও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে?

হযরত মির্যা সাহেব বলিয়াছিলেন ঃ "ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কিসি আওর কা ওয়াক্ত। ম্যাঁ না আতা তো কোই আওর হি আয়া হোতা !!

অতঃপর আলোচ্য পত্রটিতে লেখা হইয়াছে যে, "মহানবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পর আর কোন নবী আসিবে না।" ইহার পরই উম্মতের মধ্যে 'ত্রিশজন নবী দাবী-কারক মিথ্যাবাদীদের আসা' সংক্রান্ত হাদিসটি উদ্ধৃত করিয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইতি টানা হইয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিতেছি যে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে কি উম্মতের মধ্যে শুধু ত্রিশজন নবী দাবীকারক মিথ্যাবাদীদের আগমনের সংবাদই আছে, না, উহা ছাড়া 'নবীউল্লাহ'—'আল্লাহর নবী' ঈসা মসীহ্র আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণীও আছে? যাহা পবিত্র কুরআন, বুখারী ও মুসলিম এবং ইস-লামের যাবতীয় মৌলিক গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা যদি অস্বীকার করা হয় তাহা হইলে উহা যেহেতু ইসলামের ভয়ঙ্কর বিরোধী কথা, সেজন্য এরূপ অস্বীকার ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণার প্রতিও আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্তায়ালার দরবারে দোওয়া করি, তিনি যেন এই সকল ব্যক্তিদের হেদায়াত করেন। আমীন।

মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, 'বাবু যিকরিল-দাজ্জাল'-এ হযরত নবী করীম (সাঃ) এই উম্মতের প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ্‌র উল্লেখ প্রসঙ্গে তাঁহাকে চার বার 'নবীউল্লাহ' — আল্লার নবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেজন্যই উম্মতের সর্বসম্মত মতে প্রতিশ্রুত ঈসা পবিত্র কুরআনের অধীন গয়র তশরিরী নবী হইবেন। (দেখুন হুজাজুল কেরাম, পৃঃ ৪৩১)। এমন কি, জামেয়া কুরআনিয়া, লালবাগ মাদ্রাসা, ঢাকার মুহাদ্দিস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব কর্তৃক উক্ত মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী সাহেবের তত্বাবধানে লিখিত 'বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা' শীর্ষক পুস্তকের ৫ম খণ্ডের ১৫৬ ও ১৫৯ পৃষ্ঠায় এই উম্মতে আগমনকারী ঈসা মসীহ্ "কুরআন শরীফের অধীন ব্যক্তিগত ভাবে নবী থাকিবেন" বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

এ সম্পর্কীয় বিস্তারিত উদ্ধৃতি সমূহ 'আহ্‌মদী'-এর অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শেষ নবুয়ত' প্রবন্ধে দেখুন।

'উম্মতে ত্রিশজন নবী-দাবীকারক মিথ্যাবাদীর আগমন' সংক্রান্ত হাদিসটি মূল ভাষায় উদ্ধৃত করার একান্ত প্রয়োজন বোধ করি:

انه سيكون فى امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى - (صحيح بخارى و مشكوة)

আমরা অত্যন্ত দুঃখীত যে, প্রকাশিত পত্রে উদ্ধৃত হাদিসের তরজমাতে 'অতি চাতুর্যপূর্ণভাবে ও ধূর্ততার সহিত' "ওয়া আনা খাতামুন্নবিয়ীন" বাক্যের অর্থ করা হইয়াছে —'অথচ আমিই শেষ নবী'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাতামান্নবীয়ীন'-শব্দের উক্ত তরজমা আরবী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ ও বাগধারা এবং সকল গণ্য-মান্য উলামা ও সর্বমান্য ইমাম ও বুজুর্গানে-দ্বীনের প্রদত্ত তরজমা ও অর্থের পরিপন্থী। আহ্‌মদীর অত্র সংখ্যায় নবুয়ত সংক্রান্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত শাইখুল ইসলাম শাব্বির আহ্‌মদ উসমানী ও মৌলানা মাহ্‌মুদুল হাসান দেওবন্দী সাহেবের কৃত তরজমায় খাতামের অর্থ 'মোহর' করা হইয়াছে। এবং উম্মতের অবশ্য-মান্য ও শ্রদ্ধাভাজন বুজুর্গানে-দ্বীন স্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন যে "উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌র নবী ঈসার কুরআনের অধীন উম্মতী নবী হিসাবে আগমন হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ) -এর 'খাতামান্নবিয়ীন হওয়া অথবা "লা নাবীয়া বা'দী" — হাদিসের পরিপন্থী নয় এবং উম্মতে উক্ত প্রতিশ্রুত নবীর আগমনে 'খাতামান্নবীয়িন' এবং "লা নাবীয়া বাদী" প্রতিবন্ধক নয়, কেননা উহাদের প্রকৃত অর্থ এই যে, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পরে এরূপ কোন নবী আসিতে পারেন না যিনি তাঁহার উম্মতের মধ্য হইতে নহেন অথবা যিনি নূতন শরীয়ত প্রবর্তন করিবেন।" (বিস্তারিত উদ্ধৃতি সমূহ জানার জন্য দেখুন 'ইসলামেই নবুয়ত' ও 'খতমে নবুওত' যথাক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব ও কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেব প্রণীত পুস্তকাবলী)।

উল্লেখ্য, আমেরিকার বাল্টিমোর শহরে মৃত জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মওদুদীও তাঁহার প্রণীত 'খতমে নবুয়ত' পুস্তিকায় 'খাতামানবীয়ীন' শব্দের অর্থ 'নবীগণের মোহর' করিয়া গিয়াছেন।

'ত্রিশজন মিথ্যাবাদীগণের আসা' সংক্রান্ত হাদিসটির প্রসঙ্গে আর এটুকু লিখাই যথেষ্ট মনে করি যে, ছয়শত বৎসর পূর্বে লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইকমালুল ইকমাল'-এ বর্ণিত আছে:

فانه لو عد من تنبأ من زمنه صلى الله عليه وسلم الى الان لبلغ هذا العدد ويعرف ذالك من يطالع التاريخ -

অর্থ--"গণনায় ৩০ জনের সংখ্যা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা ইসলামের ইতিহাস জানা প্রতিটি ব্যক্তিই অবগত আছেন।" ['ইকমালুল ইকমাল, ৭ম খণ্ড, মিশরে মুদ্রিত, পৃঃ ৪৫৮]

পরিশেষে আমরা দরদে-দেলের সহিত সনির্বন্ধ নিবেদন পূর্বক আল্লামা ইকবালের কথায় 'দ্বীনে মুল্লা—ফাসাদ ফি সাবিলিল্লাহ'-এর পথ পরিহার করিয়া কুরআন শরীফের এই আয়াতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি:

الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله و ما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم - و كثير منهم فاسقون o اعلموا ان الله يحى الارض بعد موتها - قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون o (الحديد : ١٧-١٨)

অর্থ—"যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদের জন্য কি সেই সময় সমুপস্থিত নয়, যখন তাহাদের হৃদয় যেন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার এবং যে সত্য অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার প্রতি বিগলিত হইয়া প্রণত হয়। এবং তোমরা পূর্ববর্তী কেতাবধারী (ইহুদ-খ্রীষ্টান)-দিগের ন্যায় হইও না যাহাদের উপর দিয়া দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় তাহাদের হৃদয় কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই অবাধ্য ও পাপাচারিতে পরিণত হইয়াছে। জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় এখন আল্লাহ্‌তায়ালা পৃথিবীকে উহার মৃত্যুর (আধ্যাত্মিক) পর সঞ্জীবিত করিতে চলিয়াছেন; তোমাদের উপকারার্থে নিশ্চয় আমরা সকল যুক্তি-প্রমাণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা বুঝিতে পার।" (সুরা হাদীদ : ১৭—১৮)

ইসলামকে বিশ্বধর্ম ও রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিশ্বনবীরূপে যুক্তি-প্রমাণে, আদর্শে ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী আঃ)-কে পাঠাইয়াছেন এবং তাহার মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নেতৃত্বাধীন আহ্‌মদীয়া জামাতের বিশ্বব্যাপী ইসলাম-প্রচারের সক্রিয় ভূমিকা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিতে চলিয়াছেন। আমাদের নিজেদের দেশেও পবিত্র কোরআনের পেশকৃত সকল ধর্মের তথা মানবজাতির মধ্যে পুঞ্জীভূত গ্লানির প্রতিকার ও সমস্যাবলীর সমাধানকে যুক্তি, আদর্শ ও প্রেমের সহিত তুলিয়া ধরা এই উম্মতের উপর ন্যস্ত ও আরব্ধ কাজ। আকাশ হইতে আল্লাহর নামানো রজ্জুকে কৃতজ্ঞতা ভরে সম্মিলিতভাবে সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ়রূপে ধরিলেই আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব। হিংসা, অভিমান, অপবাদ, দুর্নাম ও দুষ্কৃতি এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামার পথ শান্তির ধর্ম--ইসলামের দৃষ্টিতে চরম ঘৃণ্য পথ। আল্লাহ্‌তায়ালা উহা এবং উহার ভয়ঙ্কর কুফল ও শাস্তি হইতে সকলকে রক্ষা করুন (আমিন)। এ অশান্ত এবং পাপ ও সমস্যা জর্জরিত এবং বিপদ সঙ্কুল জগতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) আল্লাহর তরফ হইতে ইসলামের ভুলিয়া যাওয়া সেই প্রেম ও প্রজ্ঞার বাণী ধ্বণিত করিয়া সকলকে জীবন্ত ঈমান ও নির্মল আমলের জ্যোতির্ময় ভূষণে ভূষিত করিতে ও নব-জীবনে অভিষিক্ত করিতে আসিয়াছেন। হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আদেশানুযায়ী 'বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়াও তাঁহার নিকট পৌছিয়া তাঁহার বয়াত গ্রহণ করা ও ইসলামের প্রতিশ্রুত অত্যাসন্ন বিজয় কার্যে সক্রিয়রূপে সহায়ক হওয়া এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ)-এর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রিয় মাহদীকে দেওয়া সালাম তথা শান্তির দোওয়া পৌছানো' প্রতিটি হৃদয়বান ঈমানদার মুসলমান ভাইয়ের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ্‌তায়ালা সবাইকে এই কর্তব্য পালনে তৌফিক দিন। আমিন।

—(মৌলানা) **আহমদ সাদেক মাহমুদ,**
সদর মুরুব্বী, জামাত আহ্‌মদীয়া।

আহমদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কুআচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের
ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস স্থলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে অ'লাল কাফেরি'নাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস স্থলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor A H Muhammad Ali Anwor